সরল চণ্ডী

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

সরল চণ্ডী

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

১৮২ যশোর রোড, ফ্ল্যাট- ডি-১

কলিকাতা-৭০০০৭৪

Shri Preeti Kumar

প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, বিন্যাস, প্রকাশনা-
শ্রী সুনন্দন ঘোষ
১৮২, যশোর রোড, ফ্ল্যাট- ডি-১,
কলকাতা- ৭০০০৭৪

প্রথম প্রকাশঃ
স্নানযাত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

অন্তর্জাল প্রকাশ –
শ্রীপ্রীতিকুমারের ৯৮তম জন্মদিবস (১০ই মার্চ, ২০২৩)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com>Book

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রন্থকারের নিবেদন	06
প্রকাশকের নিবেদন	08
মুখবন্ধ	10
অর্গলাস্তোত্র	15
কীলক স্তব	18
দেবী কবচ	20
দেবীসূক্ত	26
মধু-কৈটভ-বধ-মাহাত্ম্য	28
মহিষাসুর সৈন্যবধ মাহাত্ম্য	37
মহিষাসুর বধ মাহাত্ম্য	43
শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি মাহাত্ম্য	47
দেবীদূত সংবাদ মাহাত্ম্য	52
ধূম্রলোচন বধ মাহাত্ম্য	59
চণ্ডমুণ্ড বধ মাহাত্ম্য	62
রক্তবীজবধ মাহাত্ম্য	65
নিশুম্ভ বধ মাহাত্ম্য	71
শুম্ভ বধ মাহাত্ম্য	75
নারায়ণী স্তুতি মাহাত্ম্য	78
ভগবতী বাক্য মাহাত্ম্য	84
দেবীর বর প্রদান মাহাত্ম্য	88

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীশ্রীচণ্ডী ধর্মতত্ত্বান্বেষী হিন্দুদিগের নিকট গীতার ন্যায় অধ্যাত্মপথের বর্ত্তিকা। ভারতীয় তন্ত্র তথা দর্শন শাস্ত্রের সহিত ইহা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহাশক্তি মহামায়ার স্বরূপ ও মহিমা কীর্ত্তিত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রারম্ভে দেবীসূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে দেবী আপনাকে প্রকাশিতা করিয়াছেন।

অহং রাষ্ট্রি সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।।

তিনিই সর্বজীবের আধারে বিকশিতা অদ্বিতীয়া আদ্যাশক্তি - ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিনী, সৃষ্টি স্থিতি সংহারের নিয়ন্ত্রী। জগন্মাতারূপে তিনি নিষ্কাম সাধককে আত্মজ্ঞান এবং সকাম ভক্তকে ঐহিক ও পারত্রিক ঐশ্বর্য প্রদান করেন।

মৎস্যসূক্তে উল্লিখিত হইয়াছে-

যথাশ্বমেধং ক্রতুরাট দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ।
স্তবনোমপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ।।

যজ্ঞের মধ্যে যেরূপ অশ্বমেধ, দেবগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীহরি সর্বপ্রধান, সেইরূপ সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) সকল স্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার অমৃতময়ী শিক্ষাকে হৃদ্গত করিয়া মানুষ জাগতিক সকল বন্ধন খণ্ডন করিয়া দিব্য জ্ঞানলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

সংস্কৃতে অপারঙ্গম তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের নিকট সংস্কৃত রচিত মূল শ্রীশ্রীচণ্ডী দুষ্পাঠ্য। যাহাতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল শিক্ষা সর্বসাধারণের অনায়াসলব্ধ হইতে পারে - সেই উদ্দেশ্যে মূলগ্রন্থের আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হইল।

পাঠক সাধারণ যদি উহার মাধ্যমে সেই অমৃতের স্বাদ আংশিক গ্রহণ করিতে পারেন, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' পাঠে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে শক্তি ও দিব্য আলোকের সন্ধান পান - তাহা হইলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বেদশাস্ত্রী মহোদয় এই গ্রন্থের অনুবাদের ভুল সংশোধন করিয়া দিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীসুবোধরঞ্জন ঘোষ (২৪, ম্যাণ্ডিভিলা গার্ডেন) এই পুস্তক প্রকাশে সর্ববিধ সহায়তা করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাহার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীমান সুনন্দন ঘোষ এই পুস্তকের সমস্ত প্রুফ সংশোধন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে। সুনন্দন আমার পুত্রবিধায় তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে বিরত রহিলাম। ইঁহাদের ব্যতিরেকে ভগবতী প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী, শ্রীগোলকচন্দ্র রায় মুদ্রণ কার্যে - এবং শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

নিত্য চণ্ডীপাঠ শ্রবণ ও মননে হতমান বিপর্যস্ত দেশবাসীর অন্তরে মহাশক্তি আপন বিভায় পুনরায় জাগ্রতা হইয়া উঠুন - ইহাই এই অনুবাদকের কাম্য।

বিনীত

শ্রীপ্রীতিকুমার

স্নানযাত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
শুক্লানিলয়,
৭/২১, বরদা বসাক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রকাশকের নিবেদন -

আমার বাবা শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষের জীবনের কেন্দ্রে ছিল "পার্থসারথি" ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক বাংলা পত্রিকা। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৬ অর্থাৎ তাঁর মধ্য যৌবন থেকে জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে সামাজিক জাগরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন অপরিমেয় প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। তাঁর বহুজনহিতায় কর্মধারার প্রভাবে অগণিত আধিদৈবিক-আধ্যাত্মিক সমস্যায় দীর্ণ মানুষ খুঁজে পেয়েছে জীবনের সঠিক পথ। কর্মমুখর জীবনচর্যার সঙ্গেই সচল থেকেছে তাঁর লেখনী। তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে পার্থসারথি পত্রিকায়। গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে "সরল গীতা", "গীতায় সাধনা", "শ্রী অরবিন্দ", "সরল চণ্ডী"। "শ্রীমদ্ভাগবত" বিষয়ক এক অমূল্য রচনা অসমাপ্ত থেকে গেছে তাঁর অকস্মাৎ তিরোধানের ফলে।

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ ১৯৭৭ সালে (বাং ১৩৮৪ সন) মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রী চণ্ডীর বাংলায় সহজবোধ্য অনুবাদ করেন যা "সরল চণ্ডী" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬-তে শ্রী প্রীতিকুমারের দেহাবসানের পর আমরা তাঁর অনূদিত 'সরল গীতা'র পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম। কিন্তু নানাবিধ সমস্যার কারণে অন্য বইগুলির পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হয় নি। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রকাশনার জগতে বিপ্লব এসে গেল ডিজিটাল টেকনোলজির হাত ধরে। সহজে বাংলা লেখার সফটওয়্যার, মধ্যবিত্তের নাগালে নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরির সুযোগ, সমাজের সর্বস্তরে কম্প্যুটারের ব্যাপক এবং সফল প্রয়োগ সারা দেশের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে বদলে দিলো বহুলাংশে। নিজের সৃষ্টিকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে পৌঁছে দেবার কল্পনা বাস্তবায়িত হল বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে।

শ্রীপ্রীতিকুমার রচিত ‘গীতায় সাধনা’, ‘শ্রী অরবিন্দ’- এই বই দুটি এবং শ্রীপ্রীতিকুমারের সাধনামণ্ডিত কর্মজীবনের সাক্ষ্যবাহী জীবনীমূলক গ্রন্থ ‘প্রীতিময় শ্রীপ্রীতিকুমার’ অন্তর্জাল মাধ্যমে প্রকাশিত হল পার্থসারথি পত্রিকার নিজস্ব ওয়েবসাইট https://www.parthasarathipatrika.com -এর মাধ্যমে। এই বইগুলি এবং প্রতিমাসের পার্থসারথি e-পত্রিকা অন্তর্জালের মাধ্যমে নিয়মিত বিনামূল্যে পৌঁছে যাচ্ছে সারা বিশ্বের বহু মানুষের কাছে।

ঐ একই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এবার ‘সরল চণ্ডী’র অন্তর্জাল সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

এ শুধু মার্গ-দর্শক শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয়, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য মণ্ডিত সংস্কৃতির প্রতি অনাগত প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস।

নিবেদনান্তে
সুনন্দন ঘোষ

সরল চণ্ডী

মুখবন্ধ

শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। ঐ পুরাণের ৮১তম অধ্যায় হইতে ৯৩তম অধ্যায় পর্য্যন্ত এই তেরটি অধ্যায়ে বর্ণিত বৃত্তান্ত 'দেবী' মাহাত্ম্য বা 'চণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত অধ্যায়গুলির প্রতিটিই এক একটি 'মাহাত্ম্য' রূপে পরিচিত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরম্ভ 'মার্কণ্ডেয় উবাচ' হইতে এবং সমাপ্তি "সাবর্ণির্ভবিতা" মনুঃ-তে। এই শাস্ত্রে চণ্ডিকা দেবীর মহিমা কথা আছে। এই জন্য ইহা 'চণ্ডী' নামে বিখ্যাত। ইহাতে দেবীর অতুলনীয় মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম দেবী মাহাত্ম্য। ইহাতে সাতশত মন্ত্র রহিয়াছে, এই জন্য ইহা সপ্তশতী নামেও প্রসিদ্ধ।

সমগ্র চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্যের শ্লোকগুলি সাতশত মন্ত্রে বিভক্ত। ঐ বিভাগ 'কাত্যায়নী তন্ত্র' অনুসারে গৃহীত। রুদ্র যামলেও ঐরূপ বিভাগ পাওয়া যায়। দেবীর বিশেষ হোমে ঐ সাতশত মন্ত্রের প্রতিটির দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে আহুতি দান করা হয়। দেবীর ঐ বিশেষ হোমকে 'সপ্তশতী হোম' বা সপ্তশতী যজ্ঞ বলে।

চণ্ডীর প্রথম অধ্যায় হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যাবতীয় মন্ত্র বিধিপূর্বক পাঠ করিলে একটি অখণ্ড "সপ্তশতী স্তোত্র" পঠিত হয়। এই সপ্তশতী স্তোত্র পাঠে মানব দেবীর কৃপায় কাম্য ফল লাভ করে এমন কি "মোক্ষ" লাভও করে। এই স্তোত্রের সম্যক পাঠে মানব সর্ব প্রকার ভোগৈশ্বর্য সুখ সম্পদ লাভের অধিকারী হয় এমন কি দেবীর নিকট আরও সুদুর্লভ বরও লাভ করে। মেধস মুনি সুরথ রাজাকে এবং সমাধি বৈশ্যকে দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা এইরূপ ষট-সংবাদে পরিণত হইয়াছে।

মেধাস্তু কথয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে।
যা কথা কথিতা পশ্চাৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ।।
তাবেব কথযামাসুঃ পক্ষিনো জেমিনীং প্রতি।
অনেনৈব বিধানেন কথা ষড় বিধিকা মতাঃ।।

অর্থাৎ প্রথমে মেধস মুনি রাজা সুরথকে ও সমাধি নামে বৈশ্যকে (দেবীর মাহাত্ম্যের) যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথাই পরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগুরিকে বলিয়াছিলেন। তাহাই পরে পরে পক্ষিগণ জৈমিনিকে বলিয়াছিলেন। এই প্রকারে (দেবীর মাহাত্ম্যের) কথা ষট সংবাদ হইয়াছে।

পক্ষিগণ জৈমিনিকে মার্কণ্ডেয় কথিত সমগ্র পুরাণই বলিয়াছিলেন। পক্ষি-জৈমিনি সংবাদের কাহিনীটি এইরূপ - মহর্ষি জৈমিনি ব্যাসদেবের শিষ্য। মহাভারতে বর্ণিত কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মনে সংশয় উপস্থিত হয়। ব্যাসদেবের অবকাশ না থাকায় তিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। অবকাশ না থাকায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় জৈমিনিকে বিন্ধ্য পর্বতে অবস্থিত পক্ষিরূপ প্রাপ্ত চারিজন মুনিপুত্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। মুনিপুত্রগণ পূর্বজন্মে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাহারা পিতৃশাপে পক্ষিরূপ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তপস্যার প্রভাবে জাতিস্মর ছিলেন এবং মানবের মতই কথা বলিতে পারিতেন। জৈমিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা পুর্বে যে পুরাণ শাস্ত্র মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকিকে বলিয়াছিলেন তাহাই "মার্কণ্ডেয় উবাচ" এইভাবে জৈমিনির নিকট বর্ণনা করেন। এই পুরাণ শাস্ত্রেরই অন্তর্গত মন্বন্তরাদির বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যে চারটি দেবীস্তব আছে - (১) প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রহ্মাকৃত স্তব; (২) চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত শক্রাদি দেবগণ কৃত স্তব; (৩) পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত ইন্দ্রাদি কৃত স্তব; (৪) একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত দেবগণ কৃত স্তব। সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য যদি পাঠ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এই চারিটি স্তব পাঠ করিলেই চলিবে এবং তাহাতেই শুভ লাভ হইবে। এই বিষয়ে দেবীবাক্য-

যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মানা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাংমতিম।।

দেবগণ, তোমরা যে স্তব করিয়াছ, ব্রহ্মর্ষিগণ যে স্তব করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছেন, সেই সকল স্তব শুভ বুদ্ধি প্রদান করে।

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিতং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাস্যসং শয়ম্।।

এই সকল স্তবের দ্বারা যে সমাহিত চিত্তে নিত্য আমাকে স্তব করিবে, আমি নিশ্চয় তাহার সকল বিপদ বিনষ্ট করিব।

অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ শিবোদিত।।

অর্গলাস্তোত্রের শেষে আছে ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ অর্থাৎ মানব অর্গলাস্তোত্র পাঠ করিয়া তাহার পর মহাস্তোত্র (অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্য) পাঠ করিবে।

কবচমধ্যে আছে জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা, অর্থাৎ পূর্বে কবচ পাঠ করিয়া তাহার পর সপ্তশতী চণ্ডী জপ (অর্থাৎ পাঠ) করিবে। দেবীর মাহাত্ম্য পাঠের পর দেবীসূক্ত ও রহস্যত্রয় পাঠ করিবার প্রথা আছে। সাধারণত যে সকল মূর্তিতে দেবীকে ধ্যান করা হয় তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লিখিত হইতেছে। যথা --

বন্ধুককুসুমাভাগাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্র কলারত্ন মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্।।
ত্রিনেত্রাং রক্ত বসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরদঞ্চাভয়ং ক্রমাৎ।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুস্তরান্নায়মানিতাম্।।

বন্ধুক পুষ্পের মত তাঁহার বর্ণ, তিনি পঞ্চমুণ্ডের (অর্থাৎ শিবের) উপর অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার রত্নময় মুকুটে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, তিনি মুণ্ডমালাধারিনী ত্রিনেত্রা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার স্তনযুগল উচ্চ, তিনি (হস্তে) পুস্তক অক্ষমালা বরমুদ্রা ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন, এইরূপভাবে আগমশাস্ত্রে বর্ণিতা দেবিকে নিয়ত স্মরণ করিবে।

অপর প্রকার-

মধ্যে সুধাব্ধি মনি মণ্ড পরত্নবেদী সিংহাসনোপরি গতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্য শোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরী জিহ্বাম্।।

সুধার সমুদ্রের মধ্যে মণিময় মণ্ডপে রত্নবেদীর উপর সিংহাসনে অবস্থিতা পীতবর্ণা, পীতবস্ত্রধারিনী সুবর্ণের অলঙ্কার ও মাল্যের দ্বারা শোভিতা এবং হস্তে মুদ্গর ও শত্রুর

জিহ্বা ধারণকারিনী দেবীকে আমি ভজনা করিতেছি।

অপর প্রকার-

বিদ্যুদ্দাম সমপ্রভাং মৃগপতি স্কন্ধাস্থিতাং ভীষনাং
কন্যাভিঃ করবালখেটবিল সদ্ধস্তাভিরাংসেবিতাম্।
হস্তৈশক্রবরাসিখেট বিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জ্জনীং
বিভ্রানামনলাত্মিকাং শলিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে।।

বিদ্যুতের দীপ্তির ন্যায় প্রভাযুক্তা, পশুরাজের স্কন্ধে অবস্থিতা (শক্রগণের পক্ষে) ভয়প্রদা, দীপ্যমান কৃপাণ ও খেটধারিণী কন্যাগণের দ্বারা সেবিতা, হস্তে চক্র, অসি খেট বিশিখ চাপ গুণ বরমুদ্রা ও তর্জ্জনী মুদ্রা ধারণকারিনী, অগ্নিবর্ণা, মস্তকে চক্রধারণকারিনী, ত্রিনেত্রা দুর্গাকে আমি ভজনা করি।

অপর প্রকার -

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈর রিকুলভয়দাং মৌলিবদ্বেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপানং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতং সিদ্ধিকামৈঃ।।

সিদ্ধিকামনাকারিগণ কর্তৃক সেবিতা জয়দুর্গা দেবীকে এইরূপে ধ্যান করিবে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় তাঁহার দেহবর্ণ, তিনি কটাক্ষ দ্বারা শক্রগণের ভয় উৎপাদন কারিনী, তাঁহার মুকুটে চন্দ্ররেখা আবদ্ধ, তিনি হস্তসমূহে শঙ্খ চক্র কৃপাণ ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন। তিনি ত্রিনেত্রা, তিনি সিংহের স্কন্ধে আরূঢ়া, তিনি তেজের দ্বারা সমগ্র ত্রিভুবন পূর্ণকারিনী এবং তিনি দেবগনের দ্বারা বেষ্টিতা।

উপরে লিখিত যে কোন মূর্তিতে অথবা দুর্গোৎসবের সময় যে মূর্তিতে দেবীর ধ্যান করা হয় সেই মূর্তিতে, কিংবা মহিষাসুর বধের পূর্বে সমস্ত দেবতার তেজোরাশি একত্রিত হইয়া যে মূর্তিতে পরিণত হইয়াছিল সেই মূর্তিতেও দেবীকে ধ্যান করা যাইতে পারে।

প্রার্থনাবাক্য

যা চণ্ডিকা মধুকৈটভদলনী যা মহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষন চণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যদলনী যা সিদ্ধিলক্ষ্মীপরা
যা দেবী নবকোটিমূর্তি সহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।।

যে চণ্ডিকা দেবী মধু ও কৈটভকে দলিত করিয়াছেন, যিনি মহিষাসুর নাশ করিয়াছেন, যিনি ধূম্রলোচন এবং চণ্ড ও মুণ্ডকে দমন করিয়াছেন, যিনি রক্তবীজকে বিনাশ করিয়াছেন, যে শক্তি শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যকে দলিত করিয়াছেন, যিনি পরমা সিদ্ধি ও লক্ষ্মী, নব কোটি মূর্তির সহিত সেই বিশ্বেশ্বরী দেবী আমাকে রক্ষা করুন। ইতি-

অর্গলা স্তোত্র (অনুবাদ)

চণ্ডিকাকে প্রণাম

দেবী চামুণ্ডে, তোমার জয় হউক। তুমি বিঘ্নকারী ভূতগণের অপসারণ করিয়া থাক, তোমার জয় হউক। সর্ব্বব্যাপিনী দেবী, তোমার জয় হউক। মা কালরাত্রি তোমায় নমস্কার। ১

(মা চণ্ডিকে), তুমি জয়ন্তী, তুমি মঙ্গলা, তুমি কালী, তুমি ভদ্রকালী, তুমি কপালিনী, তুমি দুর্গা, তুমি শিবা, তুমি ক্ষমা, তুমি ধাত্রী, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তোমাকে নমস্কার। ২

মধু ও কৈটভ বিনাশকারিনী এবং বিধাতার প্রতি বরদায়িনী দেবী, তোমাকে নমস্কার। (আমাকে) রূপ জয় ও যশ দাও, এবং (আমার প্রতি) দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ৩

মহিষাসুরবিনাশকারিনী এবং ভক্তগণের সুখ বিধায়িনী দেবী, তোমাকে নমস্কার। ৪

ধূম্রনেত্রবধকারিনী এবং ধর্ম-কাম-অর্থ-দায়িনী দেবী, রূপ জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ৫

রক্তবীজ বধকারিনী এবং চণ্ড ও মুণ্ডের বিনাশ কারিনী দেবী, রূপ জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ৬

নিশুম্ভ ও শুম্ভ বিনাশকারিনী এবং (স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল এই) তিন ভুবনের শুভ বিধায়িনী দেবী, তোমাকে নমস্কার। রূপ জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ৭

সকল প্রকার সৌভাগ্য প্রদানকারিণী দেবী, তোমার চরণ যুগল (দেবতাগণেরও) পূজিতা। রূপ জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ৮

চিন্তার অতীত রূপ ও চরিতযুক্তা এবং সকল শত্রু বিনাশকারিনী দেবী, রূপ জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ৯

যাহারা সর্বদা ভক্তিতে নত হয় তাহাদিগের পাপনাশকারিনী অপর্ণা দেবী, রূপ জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১০

ব্যাধিনাশিনী চণ্ডিকা দেবী, যাহারা ভক্তিপূর্বক তোমার স্তব করে তাহাদিগকে রূপ জয় ও যশ দাও এবং (তাহাদিগের) দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১১

দেবী চণ্ডিকে, যাহারা এই পৃথিবীতে সতত ভক্তি পূর্বক তোমার অর্চনা করে তাহাদিগকে রূপ, জয় ও যশ দাও এবং (তাহাদিগের) দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১২

দেবি, তুমি আমাকে সৌভাগ্য ও আরোগ্য প্রদান কর, আমাকে পরম সুখ প্রদান কর, রূপ জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১৩

দেবি, আমার কল্যাণ বিধান কর, আমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য প্রদান কর, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১৪

শত্রুগণের বিনাশ বিধান কর, উৎকৃষ্ট বলের বিধান কর, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১৫

সুর ও অসুরগণের শিরোপরি শোভিত রত্নসমূহ তোমার চরণ পদ্মে স্পৃষ্ট হয়; রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১৬

আমাকে বিদ্বান যশস্বী ও লক্ষ্মীযুক্ত কর; রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর । ১৭

প্রচণ্ড দুর্দান্ত দৈত্যগণের দর্পনাশিনি, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১৮

চতুর্ভুজধারিনী, চতুর্বক্ত্র কর্তৃক সংস্তুতা পরমেশ্বরি, রূপ জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ১৯

কৃষ্ণ কর্তৃক সর্বদা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা অম্বিকা দেবি, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ২০

হিমাচলসুতার নাথ কর্তৃক সংস্তুতা পরমেশ্বরি, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ২১

ইন্দ্রানীর পতি কর্তৃক ভক্তিপূর্বক পূজিতা পরমেশ্বরি, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ২২

ভক্তজনের (মনে) অনর্গল আনন্দপ্রদানকারিনী অম্বিকা দেবি, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ২৩

আমার মনের বৃত্তির অনুসরণকারিনী মনোরমা ভার্য্যা দাও, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ২৪

সংসাররূপ দুর্গম সাগরে নিস্তারকারিনী গিরিনন্দিনি, রূপ, জয় ও যশ দাও এবং দ্বেষকারিগণকে নাশ কর। ২৫

মানব এই স্তব পাঠ করিয়া তাহার পর মহাস্তোত্র পাঠ করিবে। (মানব) সপ্তশতীর সম্যক আরাধনা দ্বারা দুর্লভ বর লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তু দুর্লভ হইলেও তাহা লাভ করিয়া থাকে। ২৬

অর্গলাস্তব অনুবাদ সমাপ্ত।

---

*অর্গল = খিল।

যে স্তব সিদ্ধিলাভের বাধা দূর করে তাহাকে অর্গলা স্তব বলে।

রূপংদেহি জয়ংদেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি-

এই শ্লোকাংশের মর্ম কেহ কেহ সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বুঝিয়া থাকেনঃ-

রূপংদেহি - নিজরূপে আমার নিকট প্রকাশিত হও।

অথবা তোমার রূপটি আমাকে দেখিতে দাও।

জয়ংদেহি - সাংসারিক মায়া জয় করিতে দাও, অথবা সাধনকার্য্যে জয় দাও।

যশোদেহি - যশের ন্যায় নির্মল সদগুণ প্রদান কর।

দ্বিষোজহি - আমার কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু নাশ কর।

কীলক স্তব (অনুবাদ)

চণ্ডিকাকে প্রণাম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ দেহধারী এবং তিনটি বেদ-রূপ দিব্যচক্ষু বিশিষ্ট অর্ধচন্দ্র ধারণকারীকে (অর্থাৎ শিবকে) কল্যাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রণাম করি। ১

এই সকলকে (সপ্তশতী) মন্ত্রের কীলক বলিয়া জানিবে। যে ইহা সতত জপ করে, সে মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। ২ (কীলক শব্দের অর্থ এখানে বাধাদূরকারক)।

(ইহাতে জপকারী ব্যক্তির) উচাটন প্রভৃতি সকল কর্মই সফল হইয়া থাকে। ইহার স্তবকারী ব্যক্তির কেবল দেবী স্তোত্রের দ্বারা (অর্থাৎ কেবল দেবীস্তোত্রের পাঠ করিলেই) সিদ্ধি লাভ হইবে। ৩

তাহার (অর্থাৎ দেবীস্তোত্র পাঠকারীর) মন্ত্র, ঔষধ বা অন্য কিছুই আবশ্যক নয়! উচাটনাদি সকল কর্মই (সেই সেই বিষয়ক মন্ত্র) জপ বিনা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ৪

(ইহা দ্বারা) জগতে সকল কিছুই সিদ্ধ (অর্থাৎ সফল) হইবে কিনা এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া হর বলিলেন, এই প্রকারে এই সমস্তই শুভদায়ক। ৫

তিনি (অর্থাৎ মহাদেব) চণ্ডিকার এই স্তোত্র গোপনীয় করিয়া রাখিলেন। যথাবৎ কথিত ভাবে (দেবীস্তোত্র পাঠ দ্বারা) তিনি (অর্থাৎ পাঠক) অত্যন্ত পুণ্যফলে তাঁহাকে (অর্থাৎ দেবীকে) লাভ করিয়া থাকেন। ৬

তিনি সকল প্রকার কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপক্ষে অথবা অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে একাগ্রমনে ইহা (অর্থাৎ দেবীস্তোত্র) পাঠ বা শ্রবণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন না। এইরূপ ভাবেই বাধার দ্বারা (দেবীমাহাত্ম্যের পঠন শ্রবণ) মহাদেব কর্তৃক বাধাযুক্ত হইল। ৭-৮

যিনি বাধাবিহীন করিয়া এই চণ্ডীস্তোত্র নিত্য জপ করেন, তিনি নিশ্চয় সিদ্ধ (দেবীর) গণ (অর্থাৎ অনুচর) বা গন্ধর্ব হইবেন। ৯

তাঁহার কোনও বিষয়ে অপটুতা থাকে না, কোন কিছু হইতে ভয় হয় না। তিনি অপমৃত্যু প্রাপ্ত হন না এবং মৃত্যুর পর মোক্ষলাভ করেন। ১০

(এই কীলকের কথা) জানিয়া প্রথমে ইহা পাঠ করিয়া পরে (দেবীস্তোত্র) পাঠ করিবে। যে এইরূপ না করে তাহার বিনাশ হয়। এইজন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সম্যকরূপে জানিয়াই ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। ১১

সৌভাগ্য ইত্যাদি যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও না পাইয়া থাকেন তাহাও তাঁহার (অর্থাৎ দেবীর) প্রসাদে লাভ হইয়া থাকে। অতএব ইহা (অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্য) সর্বদা জপ করা উচিত। ১২

নিজের কর্ণগোচর হয় এইরূপ ভাবে সুস্পষ্টস্বরে এই স্তোত্র জপ করিলে সকল প্রকার সম্পদ লাভ হয়। অতএব ইহা পাঠ করা উচিত। ১৩

তাঁহার (অর্থাৎ দেবীর) অনুগ্রহে ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য ও পরম মোক্ষ লাভ হয় ও শত্রুনাশ হয়। অতএব লোকে কেন দেবীর স্তব না করিবে? ১৪

যে নর সর্বদা হৃদয়ে চণ্ডিকাকে স্মরণ করে, সে মনে যে অভিলাষ করিয়া থাকে তাহা লাভ করিয়া থাকে। দেবী সর্বদা তাহার হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। ১৫

প্রথমে মহাদেবকৃত এই চণ্ডীস্তোত্র বাধাকে বাধাশূন্য করিয়া তৎপরে একাগ্রমনে (চণ্ডীস্তোত্র) পাঠ করা উচিত। ১৬

কীলক স্তব অনুবাদ সমাপ্ত

(*কীলকস্তোত্র চণ্ডীর শাপোদ্ধার বিশেষ। কীলক শব্দের অর্থ অভীষ্ট লাভের বাধা।)

দেবী কবচ (অনুবাদ)

চণ্ডিকাকে প্রণাম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

হে পিতামহ (ব্রহ্মা), জগতে যাহা অতি গোপনীয়, যাহা কাহারও নিকট বলা হয় নাই এবং যাহা লোকের সর্ববিধ রক্ষাকারী, তাহা আমাকে বলুন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন।

হে বিপ্র, সকল জীবের উপকারক দেবীর পবিত্র কবচ আছে, তাহা অতি গোপনীয় বস্তু। হে মহামুণি, তাহা শ্রবণ করুন। ২

মহাত্মা ব্রহ্মা কর্তৃক দেবীর এই সকল নাম কথিত হইয়াছে-প্রথমে শৈল পুত্রী, দ্বিতীয় ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয় চন্দ্রঘণ্টা, চতুর্থ কুষ্মাণ্ডা, পঞ্চম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ কাত্যায়নী, সপ্তম কালরাত্রি, অষ্টম মহাগৌরী, নবম সিদ্ধিদাত্রী। ইঁহারা নবদুর্গা নামে খ্যাত।* ৩-৫

* [হিমালয়ের কন্যা বলিয়া শৈলপুত্রী; ব্রহ্মপ্রাপিকা বলিয়া ব্রহ্মচারিণী; চন্দ্রবৎ নির্মলা বলিয়া চন্দ্রঘণ্টা; সংসার ভক্ষণকর্ত্রী বলিয়া কুষ্মাণ্ডা; স্কন্দের জননী বলিয়া স্কন্দমাতা; কাত্যায়ন আশ্রমে আবির্ভূতা বলিয়া কাত্যায়নী; প্রলয়কর্ত্রী বলিয়া কালরাত্রি; অতীব গৌরবর্ণা বলিয়া মহাগৌরী; মোক্ষদায়িনী বলিয়া সিদ্ধিদাত্রী।]

অগ্নিতে দহ্যমান অবস্থায় অথবা যুদ্ধে শত্রুমধ্যে, বিষম বিপদে পতিত হইয়া যাহারা ভয়কাতর হইয়া (দেবীর) শরণ গ্রহণ করে, তাহাদের কিছুমাত্র অশুভ ঘটে না, এবং যুদ্ধে তাহাদের বিপদ ও শোক, দুঃখ বা ভয়, কিছুই আমি দেখি না। ৬-৭

যাহারা ভক্তিপূর্বক (দেবীকে) স্মরণ করে তাহাদিগের ঋদ্ধি (অর্থাৎ অভ্যুদয়) হয়। হে দেবেশি, যাহারা তোমাকে স্মরণ করে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮

প্রেতের উপর অবস্থানকারিনী চামুণ্ডা, মহিষাসনা বারাহী, গজারূঢ়া ইন্দ্রাণী, গরুড়াসনা বৈষ্ণবী, মহাবীর্য্যশালিনী নারসিংহী, অতীব বলশালিনী শিবদূতী বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী, ময়ূরবাহিনী কৌমারী, পদ্মাসনা ও পদ্মধারিণী হরি প্রিয়া দেবী লক্ষ্মী, বৃষবাহনা শ্বেতবর্ণা দেবী ঈশ্বরী, হংসারূঢ়া ব্রহ্মাণী, এই মাতৃগণ সকলেই সকল অলঙ্কারে ভূষিতা ও সকল প্রকার যোগযুক্তা (যোগ কর্ম কৌশল অথবা যৌগেশ্বর্য্য)। ৯-১২

ক্রোধ সমাকুল এই দেবীগণ নানা আভরণে ও নানাবিধ রত্নে শোভিতা হইয়া এবং শ্রেষ্ঠ মুক্তা ও ইন্দ্রনীল মহানীল ও সুশোভন পদ্মরাগমণিদ্বারা নির্মিত দিব্য হার পরিধান করিয়া রথে আরোহন করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। ১৩-১৪

দৈত্যগণের দেহ নাশ করিবার জন্য, ভক্তগণকে অভয় দিবার জন্য এবং দেবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহারা শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, হল, মুষল, খেটক, তোমর, পরশু, পাশ, কুন্ত, ত্রিশূল, এবং উত্তম শার্ঙ্গ, এই সকল অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন।

হে মহাতেজা, মহাঘোর পরাক্রমশালিনী, মহাবলশালিনী, অত্যন্ত উৎসাহযুক্তা, মহৎ-ভয় বিনাশিনী, শত্রুগণের ভয়বৃদ্ধিকারিনী এবং দুর্দর্শনীয়া দেবী, তোমাকে প্রণাম, তুমি আমাকে রক্ষা কর। ১৫ - ১৮

ঐন্দ্রী আমার পূর্বদিকে, অগ্নিদেবতা অগ্নিকোণে, বারাহী দক্ষিণ দিকে, খড়্গধারিনী নৈঋতকোণে, বারুনী পশ্চিম দিকে, বায়ুদেবতা বায়ুকোণে, কৌবেরী উত্তরদিকে, শূলধারিনী ঈশান কোণে, ব্রহ্মাণী উর্দ্ধদিকে এবং বৈষ্ণবী অধোদিকে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করুন। এইরূপেই শববাহনা চামুণ্ডা দেবী দশ দিকে রক্ষা করুন। জয়া দেবী আমার অগ্রভাবে, বিজয়া পৃষ্ঠদেশে, অজিতা বামপার্শ্বে এবং অপরাজিতা দক্ষিণে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করুন। ১৯-২২

দ্যোতিনি আমার শিখা (অর্থাৎ মস্তকের কেশ) রক্ষা করুন, উমা মস্তকে ও মালাধারী ললাটে থাকিয়া (আমাকে রক্ষা করুন) এবং যশস্বিনী ভ্রূ দুইটি রক্ষা করুন।

চিত্রনেত্রা নেত্রদ্বয়ে, যমঘণ্টা পার্শ্বদেশে, চণ্ডিকা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, শঙ্খিনী চক্ষু দুইটির মধ্যে ও দ্বারবাসিনী কর্ণদ্বয়ে এবং ত্রিনেত্রা ত্রিশূলের দ্বারা আমায় রক্ষা করুন। কালিকা কপাল রক্ষা করুন। শঙ্করী কর্ণমূলে, সুগন্ধা নাসিকায়, চর্চিকা উর্দ্ধ ওষ্ঠে, অমৃতকলা অধরে ও সরস্বতী জিহ্বায় থাকিয়া রক্ষা করুন। ২৩-২৬

কৌমারী দন্তরাজি ও চিত্র ঘণ্টা ঘণ্টিকা (অর্থাৎ আলজিভ) রক্ষা করুন। চণ্ডিকা কণ্ঠদেশে ও মহামায়া তালুদেশে থাকিয়া রক্ষা করুন। ২৭

কামাক্ষী চিবুক এবং সর্বমঙ্গলা আমার বাক্য রক্ষা করুন। ভদ্রকালী গ্রীবায়, ধনুর্দ্ধরী পৃষ্ঠবংশে (অর্থাৎ মেরুদণ্ডে), নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে ও খড়্গিনী স্কন্ধদ্বয়ে থাকিয়া নলকুবরী নলিকা ও বজ্রধারিনী আমার বাহুদ্বয়কে রক্ষা করুন। ২৮-৩০

শোকবিনাশিনী মন মহাদেবী স্তন দুইটি রক্ষা করুন। ললিতা দেবী হৃদয়ে, শূলধারিনী উপরে এবং কামিনী নাভিতে থাকিয়া রক্ষা করুন। গুহ্যেশ্বরী গুহ্য (অর্থাৎ মলদ্বার), দুর্গন্ধা মেঢ্র (অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়) এবং গুহ্যবাসিনী পায়ু (অর্থাৎ মলদ্বারের অভ্যন্তর ভাগ) রক্ষা করুন। ৩১-৩২

ভগবতী কটিদেশে থাকিয়া এবং মেঘবাহনা আমার উরুদ্বয়, মহাবলা জঙ্ঘাদ্বয় ও মাধব নায়িকা জানুদ্বয় রক্ষা করুন। ৩৩

নারসিংহী গুল্ফ (অর্থাৎ গোড়ালি) -দ্বয়, কৌশিকী পাদপৃষ্ঠে ও শ্রীধরী পদাঙ্গুলিতে থাকিয়া এবং পাতালবাসিনী পদতল রক্ষা করুন।। ৩৪

কৌমারী লোমকূপে থাকিয়া এবং দংষ্ট্রাকরালী নখ সকল, উর্দ্ধকেশিনী কেশসমূহ, যোগেশ্বরী ত্বক, পার্বতী রক্ত মজ্জা বসা মাংস অস্থি ও মেদ, কালরাত্রি অন্ত্রসমূহ ও মুকুটেশ্বরী পিত্ত রক্ষা করুন। ৩৫-৩৬

পদ্মাবতী পদ্মকোষে (অর্থাৎ হৃদয়ে) চূড়ামণি কক্ষে ও অভেদ্য সমস্ত সন্ধিস্থানে থাকিয়া এবং জ্বালামুখী নখের জ্যোতিঃ রক্ষা করুন। ৩৭

ব্রহ্মাণী আমার শুক্র, ছত্রেশ্বরী ছায়া এবং ধর্মধারিণী আমার অহংকার (অর্থাৎ আমিত্ব জ্ঞান), মন ও বুদ্ধি রক্ষা করুন। ৩৮

বজ্রহস্তা কল্যাণশোভনা আমার প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণ রক্ষা করুন। ৩৯

যোগিনী রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং নারায়ণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়কে সর্বদা রক্ষা করুন। ৪০

বারাহী আয়ুরক্ষা করুন, পার্বতী ধর্ম রক্ষা করুন এবং বৈষ্ণবী যশ, কীর্তি ও লক্ষ্মী (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য) সর্বদা রক্ষা করুন। ৪১

ইন্দ্রাণী আমার গোত্র (অর্থাৎ বংশ) রক্ষা করুন, চণ্ডিকা পশুসকল রক্ষা করুন, মহালক্ষ্মী পুত্রসকল রক্ষা করুন এবং ভৈরবী ভার্য্যা রক্ষা করুন। ৪২

ধনেশ্বরী ধন এবং কৌমারী কন্যকা (অর্থাৎ কন্যা) রক্ষা করুন। সুপথা পথসমূহ এবং ক্ষেমঙ্করী মার্গ রক্ষা করুন। ৪৩

মহালক্ষ্মী রাজদ্বারে এবং বিজয়া সকল স্থানে থাকিয়া রক্ষা করুন। যে স্থান রক্ষাহীন হইল অথবা কবচে বাদ পড়িল, আমার সেই সকল স্থান পাপনাশিনী জয়ন্তি দেবী, আপনি রক্ষা করুন। সকল রক্ষাকারী এই পুণ্য কবচ সর্বদা জপ করা উচিত। ৪৪-৪৫

হে বিপ্রর্ষি, তোমার ভক্তির নিমিত্তই আমি রহস্য বলিলাম। যদি নিজের শুভ ইচ্ছা কর তাহা হইলে (কবচের দ্বারা রক্ষিত না হইয়া) এক পাদও গমন করিবে না। ৪৬

কবচের দ্বারা আবৃত হইয়া নিত্য যে যে স্থানে গমন করিবে, সেই সেই স্থানেই অর্থ লাভ এবং সর্বদা বিজয় লাভ হইবে। ৪৭

লোকে যে যে কামনার বিষয় চিন্তা করিবে নিশ্চয়ই সেই সকল পাইবে এবং ভূতলে অতুল ও শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। ৪৮

এই কবচের দ্বারা আবৃত মানব নির্ভয় হয়, যুদ্ধে অপরাজিত হয় এবং ত্রিভুবনে পূজনীয় হয়। ৪৯

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিত্য ত্রিসন্ধ্যা দেবতাগণেরও দুর্লভ দেবীর এই কবচ পাঠ করে, তাহার দৈবী কলা লাভ হয়। সে ত্রিভুবনে অপরাজিত থাকে এবং অপমৃত্যু বিবর্জিত হইয়া সম্পূর্ণ একশত বৎসর জীবিত থাকে। ৫০-৫১

যে এই কবচের দ্বারা আবৃত হয়, তাহার লূতা ও বিস্ফোটকাদি সমস্ত ব্যাধি এবং ভূতলে (তাহার প্রতি প্রযুক্ত) স্থাবর জঙ্গম ও কৃত্রিম যাবতীয় বিষ এবং সর্ববিধ অভিচার ও মন্ত্রযন্ত্র বিনষ্ট হয়। ভূচর, খেচর, উপদেশিক, সহজ, কুলজ, মালা, ডাকিনী শাকিনী, অন্তরীক্ষে বিচরণকারিণী মহাশব্দকারিণী ভীষণ দর্শনা ডাকিনী, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, কুষ্মাণ্ড ও ভৈরব প্রভৃতি তাহার দর্শনেই বিনষ্ট হয়; রাজার নিকট তাহার সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং অত্যন্ত তেজ বৃদ্ধি হয়। ৫২-৫৬

(কবচাবৃত) পুরুষের যশ ও কীর্তি বৃদ্ধি হয়। অতএব হে মুনি, ভক্ত ব্যক্তির সর্বদা কাম্যবস্তু প্রদানকারী এই কবচ জপ করা উচিত। ৫৭

প্রথমে কবচ পাঠ করিয়া তাহার পর সপ্তশতী চণ্ডী জপ করিবে, (তাহা হইলে) নির্বিঘ্নে চণ্ডী জপজনিত সফলতা লাভ হইবে। ৫৮

পর্বত, বন ও কানন সহিত এই ভূমণ্ডল যতদিন থাকিবে, তাহার পুত্র পৌত্রময় সন্ততি (অর্থাৎ বংশ) ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বর্তমান থাকিবে। ৫৯ (বন - গভীর অরণ্য। কানন - সামান্য অরণ্য) ।

মহামায়ার প্রসাদে পুরুষ নিত্যই সুরগণের পক্ষেও কষ্টলভ্য পরম স্থান দেহান্তে লাভ করিবে। ৬০

সেই স্থানে গমন করিলে তাহাকে আর (মর্ত্যলোকে) ফিরিয়া আসিতে হইবে না, পরম স্থান লাভ করিয়া সে শিবের সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হইবে। ৬১

দেবী কবচ অনুবাদ সমাপ্ত ।।

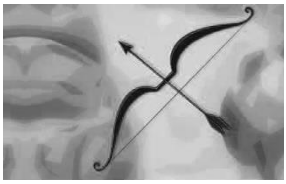

দেবী সূক্ত (অনুবাদ)

[অম্ভৃন ঋষির কন্যার নাম বাক্। দেবী মহামায়া এই বাক্‌রূপে প্রকাশিতা হইয়া নিজ মুখে যে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ঋগবেদে তাহাই দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ।]

(দেবী বলিতেছেন) - আমিই রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র ও বরুণকে, ইন্দ্র ও অগ্নিকে, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি (অর্থাৎ শক্তি প্রদান করি) । ১

আমি শত্রুহন্তা সোমকে, ত্বষ্টা এবং পূষা ও ভগকে ধারণ করি। হবিষ্মান্, হবিদ্বারা দেবতার তৃপ্তি বিধানকারী এবং সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানকে ধনাদি যজ্ঞ ফল আমিই প্রদান করি। ২ (হবিষ্মান্ - যাহার প্রচুর হবিঃ আছে এমন ব্যক্তি) ।

আমিই সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, আমিই ধনদাত্রী, আমিই পরম ব্রহ্মস্বরূপা এবং (এইজন্য) যজ্ঞে যাঁহারা উপাসনীয় তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, দেবতারা যেখানে থাকিয়া যাহা কিছু করেন তাহা বহুভাবে বর্তমান ও সমস্ত প্রাণীতে জীবভাবে প্রকাশিত আমারই উদ্দেশ্যে করেন। ৩

হে বহুশ্রুতে, শ্রদ্ধালভ্য (এই সকল) বিষয় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যে অন্নভোজন করে, দর্শন করে, প্রাণধারণ করে, এবং শ্রবণ করে, তাহা আমার দ্বারাই নির্বাহিত হয়। যাহারা আমাকে এইরূপভাবে না জানে তাহারা হীনভাবযুক্ত হয়। ৪

দেবতাগণের এবং মনুষ্যগণের প্রার্থিত এই তত্ত্ব আমিই নিজে বলিতেছি। আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাদের কাহাকেও অতীব ক্ষমতাশালী, কাহাকেও ব্রহ্মা, কাহাকেও ঋষি এবং কাহাকেও বা উত্তম মেধাবী করিয়া থাকি। ৫

ব্রহ্মদ্বেষী হিংসক অসুরবধের নিমিত্ত রুদ্রের ধনু আমি জ্যাযুক্ত করিয়াছি। আমার স্তোতৃগণের (রক্ষার) জন্য আমিই (শত্রুগণের সহিত) সংগ্রাম করি। স্বর্গ ও পৃথিবীর সর্বত্র আমিই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। ৬

আমিই জগতের পিতাকে (অর্থাৎ আকাশকে) প্রসব করিয়াছি; সমুদ্রের জলের মধ্যে আমারই যোনি বর্তমান। অতএব আমিই সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছি এবং আমিই (মায়াত্মক) দেহদ্বারা স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া থাকি। ৭

এই সমস্ত ভুবন উৎপাদন করিয়া আমি বায়ুর ন্যায় (অর্থাৎ অদৃশ্যভাবে) ইহার মধ্যে বর্তমান আছি। আমি নিজ মহিমা দ্বারা এই পৃথিবী এবং আকাশের পরেও এইরূপেই বর্তমান আছি। ৮

দেবী সূক্ত অনুবাদ সমাপ্ত।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

প্রথম অধ্যায়

মধুকৈটভ বধ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

যিনি অষ্টম মনু বলিয়া খ্যাত, সেই সূর্যের পুত্র সাবর্নির উৎপত্তির বিবরণ এবং মহামায়ার অনুগ্রহে তিনি যেরূপে মন্বন্তরের অধিপতি হইলেন, তাহা আমার নিকট হইতে বিস্তৃত ভাবে শ্রবণ কর।

স্বারোচিষ নামক মনুর সময়ে চৈত্র বংশে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে নিজের সন্তানের মতই পালন করিতেছিলেন। সেই সময় মেষ শুকরাদি হত্যাকারী ম্লেচ্ছ রাজাগণ তাহার শত্রু হয়। তাহাদের সহিত প্রবল শক্তিশালী সুরথের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে তিনি অল্পবলশালী সেই রাজাগণের নিকট পরাজিত হইলেন। তাহার পর নিজ পুরীতে আসিয়া তিনি কেবল মাত্র নিজ দেশের অধিপতি হইয়া থাকিলেন। তখন প্রবল শত্রুগণের দ্বারা নিজ দেশেও আক্রান্ত হইলেন। দুরাত্মা অমাত্যগণ কর্তৃক তাঁহার ধনাগার ও সৈন্য অপহৃত হইল।

তখন তিনি রাজ্য হারাইয়া শিকার করিবার ছলে অশ্বারোহণ করিয়া একাকী গভীর অরণ্যে গমন করিলেন। সেখানে তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধসের শান্তভাবাপন্ন শ্বাপদসঙ্কুল এবং মুনিশিষ্যবৃন্দের দ্বারা উপশোভিত আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তিনি সেই মুনিবরের আশ্রমে থাকিলেন এবং এদিক সেদিক বেড়াইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি মমতায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার পূর্ব পুরুষগণের দ্বারা পূর্বে পালিত সেই নগর আমার অসৎ চরিত্র কর্মচারীগণের দ্বারা ধর্মানুসারে পালিত হইতেছে কিনা।

আমার সেই সতত মদস্রাবী শ্রেষ্ঠ হস্তী আমার শত্রুগণের আয়ত্ত্ব হইয়া কিরূপ যত্ন পাইতেছে, তাহা আমি জানি না। যাহারা আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ, ধন ও ভোজ্য লাভ করিয়া নিত্য আমার অনুগত ছিল, এখন তাহারা নিশ্চয়ই অন্য রাজাদিগের আনুগত্য করিতেছে। অতি কষ্টে সঞ্চিত সেই রাজকোষ অমিতব্যয়ীদিগের দ্বারা সতত ব্যয়িত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

রাজা এই সকল এবং অপরাপর বিষয় সর্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই বিপ্রের আশ্রমের নিকট তিনি একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন। ১৫

তিনি সেই বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন - মহাশয়, আপনি কে ? আপনার এখানে আসার কারণ কি ? কেন আপনাকে শোকার্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাইতেছে ? ১৬

তখন সেই বৈশ্য রাজার প্রণয়ভাষিত ঐ কথা শুনিয়া বিনয়ে অবনত হইয়া সেই রাজাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন। ১৭

বৈশ্য বলিলেন।

আমি সমাধি বৈশ্য, ধনীকুলে জন্মিয়াছি। কিন্তু আমার অসাধু স্ত্রী-পুত্রগণ ধনলোভে আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আমার স্ত্রী-পুত্রগণ আমার যাবতীয় অর্থ গ্রহণ করায় আমি ধনশূন্য হইয়া এবং আত্মীয়-বন্ধুগণ কর্তৃকও উপেক্ষিত হইয়া মনের দুঃখে এই বনে আসিয়াছি। ১৯

এখানে থাকিয়া আমি পুত্রদের, আত্মীয়-স্বজনদের এবং স্ত্রী-গণের ভালমন্দ সংবাদ, গৃহে তাহাদিগের শুভ কি অশুভ হইতেছে, আমার পুত্রেরা কিরূপ আছে, দুর্বৃত্তই আছে না সৎ পথে চলিতেছে, কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ২০-২১

রাজা বলিলেন।

ধনলোভী ঐ পত্নী-পুত্রাদি দ্বারা আপনি বিতাড়িত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আপনার মন কেন স্নেহ বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে? ২২

বৈশ্য বলিলেন।

আপনি আমার বিষয়ে এই কথা যাহা বলিলেন তাহা ঠিকই, কিন্তু কি করিব আমার মন কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতেছে না - আমি তাহাদের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ২৩

পিতার প্রতি স্নেহহীন এবং পতি ও স্বজনের প্রতি প্রীতিহীন যে ধনলোভীদের দ্বারা আমি বিতাড়িত হইয়াছি, তাহাদিগের প্রতিই আমার মন অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে।

হে মহামতি, গুণহীন বান্ধবদিগের জন্য আমার চিত্তে এখনও প্রেমের সঞ্চার হইতেছে। কিন্তু এখনও কেন ঐরূপ হইতেছে তাহা বুঝিতেছি না। ২৪-২৫

তাহাদিগের জন্য আমার দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে, দুশ্চিন্তা হইতেছে; সেই প্রীতিহীনদিগের প্রতি আমার মন নিষ্ঠুর হইতেছে না। আমি কি করিব? ২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

হে বিপ্র (ক্রৌষ্টুকি), তাহার পর সমাধি নামে সেই বৈশ্য এবং সেই রাজশ্রেষ্ঠ সুরথ উভয়ে মিলিয়া সেই মেধস মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। ২৭

সেই বৈশ্য ও রাজা তাঁহার সহিত যথাবিধি ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে কয়েকটি কথা বলিলেন। ২৮

রাজা বলিলেন।

ভগবান! আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আমার মনের উপর প্রভুত্ব না থাকার জন্য মনই যে আমার দুঃখের হেতু, ইহা জানা সত্ত্বেও অজ্ঞানীর মত রাজ্যের ও (রাজকোষ ইত্যাদি) রাজ্যাঙ্গের প্রতি আমার যে মমত্ব রহিয়াছে ইহা কি নিমিত্ত? হে মুনিবর, তাহা বলুন। ২৯-৩০

ইনিও (অর্থাৎ এই বৈশ্যও) স্ত্রী-পুত্র দ্বারা বিতাড়িত, ভৃত্যগণের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং স্বজনের দ্বারা সংত্যক্ত, তথাপি তাহাদিগের প্রতি ইনি অতিশয় স্নেহপরায়ণ। ৩১

এইরূপে ইনি এবং আমি দুই জনেই বিষয়ে আকর্ষণ থাকাই যে দুঃখের হেতু ইহা জানিয়াও এবং বিষয়ের দোষ দেখা সত্ত্বেও, মমত্ব হেতু বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছি। ৩২

হে মহাভাগ, বিবেক বিষয়ে অন্ধ ব্যক্তিরই এইরূপ মূঢ়তা হয়, কিন্তু জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও আমার ও ইঁহার এইরূপ মোহ বা অজ্ঞানতা কেন? ৩৩

ঋষি বলিলেন।

সকল প্রাণীরই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান আছে। কিন্তু হে মহাভাগ, বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় এই মাত্র প্রভেদ। ৩৪

কোন কোন প্রাণী দিবসে অন্ধ; সেইরূপ অপর কোন কোন প্রাণী রাত্রিতে অন্ধ; আবার কোন কোন প্রাণী দিবা এবং রাত্রিতে সমান দৃষ্টি সম্পন্ন। ৩৫

মানুষেরা জ্ঞানী – ইহা সত্য। কিন্তু কেবলমাত্র তাহারাই যে জ্ঞানী তাহা নহে, কারণ পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সকলেই জ্ঞান সম্পন্ন। ৩৬

সেই পশুপক্ষী সকলের যে জ্ঞান আছে মানুষেরও সেই জ্ঞান আছে, এবং মানুষের যে জ্ঞান আছে তাহাদেরও সেই জ্ঞান আছে। অন্যান্য বিষয়েও মানুষও পশুপক্ষী উভয়ে তুল্য। ৩৭

জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নিজেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়াও মোহবশতঃ শাবকের চঞ্চুপটে শস্যকণাদানে আগ্রহশীল এই পক্ষীগণকে দেখুন। ৩৮

হে নরবর, সকল পুত্র প্রত্যুপকার করেনা ইহা জানিয়াও মানুষ প্রত্যুপকারের লোভেই পুত্রগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়া থাকে, ইহা কি আপনি দেখিতেছেন না?

তথাপি মানুষ মমতার আবর্তে পূর্ণ মোহরূপ গর্তে পতিত হয়। ইহা সংসার স্থিতিকারিনী মহামায়ার প্রভাবে হইয়া থাকে। ৩৯-৪০

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই মহামায়া জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা; তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ সম্মোহিত হইয়া থাকে। ৪১

সেই ভগবতী মহামায়া দেবী জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মমতাবর্তে ও মোহ গর্তে নিক্ষিপ্ত করেন। ৪২

তাঁহার দ্বারাই এই চরাচর (অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়। তিনি প্রসন্না হইলেই মানবের মুক্তির জন্য বর প্রদান করিয়া থাকেন। ৪৩

সেই সনাতনী (অর্থাৎ নিত্যই বর্তমানা) দেবী মুক্তির কারণস্বরূপা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; তিনি সংসার বন্ধনেরও কারণ। তিনি সর্বেশ্বরেরও ঈশ্বরী। ৪৪

রাজা বলিলেন।

হে ভগবন্, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? কিরূপে তিনি উৎপন্না হন? হে দ্বিজ, তাঁহার কর্মই বা কিরূপ? ৪৫

হে ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ, সেই দেবী যেরূপ স্বভাব সম্পন্না, যেরূপ স্বরূপবিশিষ্টা এবং যেরূপে উৎপন্না হইয়া থাকেন, সেই সমস্তই আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৪৬

ঋষি বলিলেন।

তিনি নিত্যা। তিনি জগন্মূর্তি অর্থাৎ এই বিশ্বজগতই তাঁহার মূর্তি, তাঁহার দ্বারাই এই সমস্ত চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলেও তাঁহার উৎপত্তির বহু বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ করুন। ৪৭

দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি যখন আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি জগতে উৎপন্না এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ৪৮

কল্পের শেষে যখন জগৎ এক মহাসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল এবং প্রভু ভগবান বিষ্ণু অনন্ত শয্যা বিস্তার করিয়া যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল

হইতে উৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত দুই ভীষণ অসুর ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। ৪৯-৫০

বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ভীষণ অসুর দুইটিকে দেখিয়া এবং জনার্দনকেও নিদ্রিত দেখিয়া হরির জাগরণের নিমিত্ত হরির নয়নে অবস্থানকারিনী, তেজঃ স্বরূপ বিষ্ণুর নিদ্রা-রূপা, স্থিতি ও সংহারকারিনী, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, অতুলনীয়া ভগবতী যোগনিদ্রাকে একাগ্র চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫১-৫৩ (জগদ্ধাত্রী – জগৎ জননী)

ব্রহ্মা বলিলেন।

হে পরিণামরহিতে নিত্যে, তুমিই স্বাহা (অর্থাৎ দেব হবিদান মন্ত্র), তুমিই স্বধা (অর্থাৎ পিতৃপিণ্ডদানমন্ত্র), তুমিই বষট্‌কার (অর্থাৎ যজ্ঞমন্ত্র), তুমিই সুধা (অর্থাৎ অমৃতস্বরূপা এবং মাত্রারূপা হইয়া (হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই) ত্রিবিধ রূপে অবস্থিতা। ৫৪

যাহা বিশেষ রূপে (অর্থাৎ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত) অনুচ্চারনীয়, অর্দ্ধ মাত্রারূপে (অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণরূপে) যাহা নিত্য বর্তমান, সে তুমিই। হে দেবি, তুমিই সাবিত্রী, তুমিই পরমা জননী। ৫৫

হে দেবি, তোমার দ্বারাই সমস্ত ধৃত রহিয়াছে, তোমার দ্বারাই এই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, তোমার দ্বারাই ইহা পালিত হইতেছে এবং সকল সময়েই অন্তকালে তুমিই ইহা সংহার কর। ৫৬

হে জগৎ-স্বরূপিনী, তুমি এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা এবং পালনকালে স্থিতিরূপা, সেইরূপ অন্তকালে সংহাররূপা। ৫৭

তুমি মহাবিদ্যা (অর্থাৎ মহাজ্ঞানদায়িনী) আবার মহামোহা (অর্থাৎ পরম অজ্ঞানরূপা), মহামেধা (অর্থাৎ মহতী স্মৃতিশক্তি), আবার মহা-অস্মৃতি, তুমি মহাদেবী

(অর্থাৎ মহতী-দেবশক্তি), আবার মহা-অসুরী (অর্থাৎ মহতী-অসুরশক্তি), তুমিই পূজনীয়া মহামায়া। ৫৮

তুমি সকলের প্রকৃতি (অর্থাৎ মূল কারণ) এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপ, গুণ ত্রয়াত্মিকা সৃষ্টিকারিনী। তুমি কালরাত্রি (অর্থাৎ মরণরূপা), মহারাত্রি (অর্থাৎ প্রলয়রূপা) ও মোহরাত্রি (অর্থাৎ নিদ্রা), তুমি ভয়ঙ্করী। ৫৯

তুমি শ্রী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি হ্রী, তুমি জ্ঞান - লক্ষ্মণা বুদ্ধি, তুমি লজ্জা, তুমি পুষ্টি, তুমি তুষ্টি, তুমি শান্তি এবং তুমি ক্ষান্তি। ৬০

তুমি খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, শঙ্খ, ধনু ও বাণ, ভুশুন্ডী ও পরিঘ অস্ত্র-ধারিণী, তুমি ভয়ঙ্করী। ৬১

তুমি সুন্দরী এবং সমস্ত সুন্দর বস্তু হইতেও অতীব সৌন্দর্য্যশালিনী বলিয়া সুন্দরীতরা, তুমি শ্রেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠা, তুমিই পরমেশ্বরী। ৬২

হে সর্বস্বরূপিনী, কোন স্থানে বা কালে যাহা কিছু বিদ্যমান বা অবিদ্যমান (অর্থাৎ ভাবী) বস্তু, সেই সকলের যে শক্তি সে তুমি। কি প্রকারে তোমার স্তব করিতে পারা যাইবে? ৬৩

তোমার দ্বারা জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহার-কর্তাও নিদ্রাবিষ্ট হইয়াছেন, এই জগতে সেই তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ ? ৬৪

যেহেতু তুমিই বিষ্ণুকে, আমাকে (ব্রহ্মাকে) এবং ঈশানকে (শিবকে) শরীর গ্রহণ করাইয়াছ (অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছ), সুতরাং কে তোমার স্তব করিতে শক্তিমান হইবে? ৬৫

হে দেবি, সেই তুমি এইরূপে সম্যক স্তুতা হইয়া নিজের অসাধারণ প্রভাবের দ্বারা মধু ও কৈটভ নামক এই দুই দুর্ধর্ষ অসুরকে মোহিত কর। ৬৬

জগৎপতি অচ্যুতের (বিষ্ণুর) শীঘ্র জাগরণের ব্যবস্থা কর ও এই মহা অসুর দুইটির বধের বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদন কর। ৬৭

ঋষি বলিলেন।

সেই তামসী দেবী যোগনিদ্রা ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে স্তুতা হইয়া মধু ও কৈটভ বধের নিমিত্ত তখন সেই স্থানে বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গের জন্য (তাঁহার) নয়ন, বদন, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গতা হইয়া অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থান করিলেন। ৬৮-৬৯

জগন্নাথ জনার্দন যোগনিদ্রা হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত শয্যায় বসিলেন এবং তাহার পর সেই একার্ণবে অতিবীর্য্য পরাক্রমশালী, দুরাত্মা, ক্রোধে রক্তনেত্র, মধু ও কৈটভকে দেখিলেন, তাহারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত। ৭০-৭১

উত্থিত হইয়া তাহার পর প্রভু ভগবান হরি তাহাদিগের সঙ্গে পাঁচ হাজার বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন। ৭২

তখন মহামায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া অত্যন্ত বলদর্পিত সেই অসুরদ্বয় বিষ্ণুকে এই কথা বলিল- আমাদের নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। ৭৩

শ্রীভগবান বলিলেন।

এখন আমার প্রতি যদি তুষ্ট হইয়া থাক তাহা হইলে দুই জনেই আমার বধ্য হও, ইহাই আমার প্রার্থনা। এক্ষণে আর অন্য বরের প্রয়োজন কি ? ৭৪

ঋষি বলিলেন।

তখন সমস্ত জগৎ জলময় দেখিয়া তাহারা ভগবান কমললোচন বিষ্ণুকে বলিল, যেখানে পৃথিবী জল দ্বারা প্লাবিত নয় এইরূপ স্থানে আমাদিগকে বধ কর। ৭৫-৭৬

ঋষি বলিলেন।

“তাহাই হউক” এইরূপ বলিয়া ভগবান শঙ্খ-চক্র-গদাধারী বিষ্ণু তাহাদের

মস্তক জঘন দেশে স্থাপন করিয়া চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। ৭৭ (জঘন-ঊরু)

ইনি (অর্থাৎ দেবী-মহামায়া) ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হইয়া নিজেই এইরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। আমি তোমাদের নিকট আরও বলিতেছি, এই দেবীর প্রভাব অর্থাৎ মহিমা পুনরায় শ্রবণ কর। ৭৮

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহিষাসুর সৈন্যবধ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম।

ঋষি বলিলেন।

পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের এবং পুরন্দর (ইন্দ্র) দেবতাগণের অধিপতি ছিলেন তখন একশত বৎসর ধরিয়া দেবতা ও অসুরে যুদ্ধ হইয়াছিল। ১

সেই যুদ্ধে মহাবীর্যশালী অসুরদিগের দ্বারা দেব সৈন্য পরাজিত হইল এবং মহিষাসুর সকল দেবতাকে জয় করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিল অর্থাৎ ত্রিলোকের রাজা হইল। ২

তাহার পর পরাজিত দেবগণ পদ্মযোনি প্রজাপতিকে অগ্রে রাখিয়া যেখানে ঈশান (শিব) এবং বিষ্ণু ছিলেন তথায় গমন করিলেন। ৩

দেবগণ তাঁহাদিগের নিকট দেবগণের পরাজয়ের কাহিনী এবং মহিষাসুরের কার্যকলাপ যথাযথভাবে বলিলেন। ৪

সে (মহিষাসুর) সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ এবং অন্যান্য দেবগণের অধিকার নিজেই গ্রহণ করিয়াছে। ৫

সেই দুরাত্মা মহিষাসুরের দ্বারা দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মানবের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। ৬

মহিষাসুরের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ আপনাদের নিকট বলা হইল এবং আমরা আপনাদিগের শরণ লইলাম। তাহার বধের কথা আপনারা চিন্তা করুন। ৭

মধুসূদন এবং শম্ভু দেবগণের এই সকল বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি কুটিল ভাব ধারণ করিল। ৮

তাহার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চক্রধারীর (বিষ্ণুর) এবং তৎপরে ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে প্রচুর তেজ নির্গত হইল। ৯

ইন্দ্র প্রভৃতি অপরাপর দেবগণের শরীর হইতেও প্রচুর তেজ নির্গত হইল এবং সেই সমস্ত তেজ পুঞ্জীভূত হইল। ১০

সেই দেবগণ সেই স্থানে ঐ তেজোরাশিকে শিখামালায় দিগন্তব্যাপ্তকারী অতীব জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় দেখিলেন। ১১

সমস্ত দেবতার শরীর হইতে উৎপন্ন ত্রিলোকব্যাপী সেই অতুলনীয় তেজোরাশি একীভূত হইয়া এক নারীরূপে পরিণত হইল। ১২

শম্ভু হইতে যে তেজ নির্গত হইয়াছিল তাহার দ্বারা সেই নারী মূর্তির মুখ হইল। যম তেজে কেশসমূহ এবং বিষ্ণুতেজে বাহু সমূহ হইল। ১৩

চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রতেজে দেহের মধ্য ভাগ, বরুণতেজে জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় এবং পৃথিবী তেজে নিতম্ব গঠিত হইল। ১৪

ব্রহ্মার তেজে পাদদ্বয়, সূর্যের তেজে পায়ের অঙ্গুলি সকল, বসুগণের তেজে হাতের অঙ্গুলিসমূহ এবং কুবের তেজে নাসিকা হইল। ১৫

প্রজাপতির তেজে তাঁহার দন্তসকল হইল। অগ্নির তেজে তাঁহার ত্রিনয়ন উৎপন্ন হইল। ১৬

ভ্রূ দুইটি দুই সন্ধ্যার তেজ এবং কর্ণ দুইটি বায়ুর তেজ (হইতে উৎপন্ন)। শিবাদেবী অন্যান্য দেবতাদের তেজসম্ভবও (অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাদের তেজ হইতে শিবা দেবীর অপরাপর অবয়ব)। ১৭

অনন্তর মহিষাসুরের দ্বারা পীড়িত দেবগণ সমস্ত তেজোরাশি হইতে উৎপন্না সেই দেবীকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। ১৮

পিনাকধারী (মহাদেব) শূল হইতে শূল বিনিষ্ক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে দিলেন। কৃষ্ণ (অর্থাৎ বিষ্ণু) নিজ চক্র হইতে চক্র উৎপন্ন করিয়া দান করিলেন। ১৯

বরুণ তাঁহাকে শঙ্খ এবং অগ্নি শক্তি অস্ত্র প্রদান করিলেন। পবনদেব ধনু এবং বাণপূর্ণ দুইটি তূনীর দান করিলেন। ২০

দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র বজ্র হইতে বজ্র উৎপন্ন করিয়া এবং ঐরাবত নামক হস্তী হইতে ঘণ্টা (লইয়া) তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ২১

যম কালদণ্ড হইতে দণ্ড (উৎপন্ন করিয়া) এবং জলাধিপতি (বরুণ) পাশ অস্ত্র দান করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু প্রদান করিলেন। ২২

দিবাকর তাঁহার সমস্ত রোমকূপে নিজের কিরণরাশি এবং মৃত্যুদেবতা খড়্গ ও নির্মল চর্ম (অর্থাৎ ঢাল) দান করিলেন। ২৩

ক্ষীরোদ সাগর অমলিন হার, যাহা কখনও পুরাতন হয় না এমন বস্ত্রদ্বয়, মস্তকে ধারণের নিমিত্ত স্বর্গীয় মণি, কুণ্ডলদ্বয়, বলয়দ্বয়, শুভ্রবর্ণ-অর্দ্ধচন্দ্র, বাহুতে পরিবার জন্য কেয়ূর, নির্মল নূপুরদ্বয়, অতি উত্তম কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলিতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীসকল প্রদান করিলেন। ২৪-২৫

বিশ্বকর্মা তাঁহাকে পরশু, অনেক প্রকার অস্ত্র এবং অভেদ্য বর্ম প্রদান করিলেন।

সমুদ্র তাঁহাকে মস্তকের জন্য একটি এবং বক্ষের জন্য অপর একটি অম্লান-পঙ্কজের মালা এবং অতি সুন্দর একটি পদ্মফুল প্রদান করিলেন। ২৬-২৭

হিমালয় তাঁহাকে বাহন (হইবার জন্য) সিংহ ও বিবিধ রত্ন এবং ধনাধিপ (কুবের) সুরাপূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। ২৮

যিনি এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, সমস্ত নাগের অধিপতি সেই অনন্ত নাগ তাঁহাকে মহামণি বিভূষিত নাগহার প্রদান করিলেন। ২৯

অন্যান্য দেবতা কর্তৃক অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সম্মানিতা হইয়া সেই দেবী মুহুর্মুহু অট্টহাসির সহিত উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন। ৩০

তাঁহার অপরিমেয় অতি উচ্চ সেই ভীষণ শব্দে সমস্ত আকাশ পূর্ণ হইল ও অতি উচ্চ প্রতিধ্বনি উঠিল, সকল ভুবন বিক্ষুব্ধ হইল, সমুদ্র সকলও কাঁপিয়া উঠিল, পৃথিবী বিচলিত হইল এবং সমস্ত পর্বতও বিচলিত হইল। ৩১-৩২

দেবগণও আনন্দে সেই সিংহ বাহিনীকে বলিলেন, 'জয় হউক'। মুনিগণ ভক্তিনত হৃদয়ে ও শরীরে ইঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৩

সেই দেবশত্রুগণ সমগ্র ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ দেখিয়া সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত ও অস্ত্র উদ্যত করিয়া (যুদ্ধের নিমিত্ত) উত্থিত হইল। ৩৪

'আঃ এ কি!' ক্রোধে এই কথা বলিয়া অসংখ্য অসুরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মহিষাসুর সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। ৩৫

অনন্তর সে সেই দেবীকে দেখিতে পাইল; তিনি স্বীয় জ্যোতি-দ্বারা ত্রিভুবন পূর্ণ করিয়া ও চারিপাশে সহস্র বাহু দ্বারা দিক সমূহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতা ; তাঁহার পদভারে পৃথিবী নত হইয়াছে, কিরীট গগন স্পর্শ করিয়াছে, ধনুর জ্যা-নিনাদে সমগ্র পাতাল আলোড়িত হইয়াছে। ৩৬-৩৭

অনন্তর সেই দেবীর সহিত অসুরদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বহু প্রকারে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে দিগন্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। ৩৮

মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নামে মহাসুর এবং চামর অপরাপর অসুরদের সহিত চতুরঙ্গ সৈন্য-সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধ করিল। ৩৯

উদগ্র নামক মহাসুর ছয় অযুত এবং মহাহনু সহস্র অযুত রথ লইয়া যুদ্ধ করিল। মহাসুর অসিলোমা পঞ্চাশ নিযুত এবং বাস্কল ছয় শত অযুত (রথ) লইয়া সংগ্রাম করিল। ৪০-৪১

বিড়ালাক্ষ অসুর বহু সহস্র হস্তী ও অশ্বে এবং কোটি রথে বেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধে যুদ্ধ করিল, (এবং তাহার পর) সেই যুদ্ধে পঞ্চাশ অযুত বার অযুত সংখ্যক রথ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিল। ৪২-৪৩

অপরাপর মহাসুরগণও অযুত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বে বেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল। ৪৪

সেই যুদ্ধে মহিষাসুর কোটী কোটী সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিল। ৪৫

(অসুরগণ) যুদ্ধে তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়্গ, পরশু ও পট্টিশ দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল। ৪৬

কোন কোন অসুর শক্তি ও কেহ কেহ পাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তাহারা খড়্গাঘাত দ্বারা সেই দেবীকে নিহত করিতে উদ্যত হইল। ৪৭

অনন্তর সেই দেবী চণ্ডিকা নিজ অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিয়া অবলীলাক্রমে অসুরনিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র ছেদন করিলেন। ৪৮

দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মানা সেই ঈশ্বরী দেবী অবিকৃত বদনেই অসুরগণের দেহে অস্ত্রশস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৪৯

দেবীর বাহন সেই সিংহও ক্রুদ্ধ ও কম্পিত-কেশর হইয়া দাবাগ্নির মত অসুর-সৈন্যগণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ৫০

যুদ্ধ করিতে করিতে অম্বিকা দেবী রণক্ষেত্রে যে সকল নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন সেই সকল তৎক্ষণাৎ শত সহস্র গণে অর্থাৎ দেবী-সৈন্যে পরিণত হইল। ৫১

তাহারা দেবীর শক্তিতে বর্দ্ধিত-সামর্থ হইয়া পরশু, ভিন্দিপাল, অসি ও পট্টিশ দ্বারা অসুরগণকে নাশ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৫২

সেই যুদ্ধ মহোৎসবে দেবী সৈন্যগণ কেহ কেহ পটহ (অর্থাৎ ঢাক), অপরে কেহ কেহ শঙ্খ এবং অন্যে কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল। ৫৩

তাহার পর দেবী ত্রিশূল দ্বারা, গদা দ্বারা, শক্তিবৃষ্টি দ্বারা এবং খড়্গাদির দ্বারা শত শত মহাসুর নিহত করিলেন। ৫৪

অপর কতকগুলি অসুরকে ঘণ্টা শব্দ দ্বারা বিমোহিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অন্য কতকগুলিকে পাশবদ্ধ করিয়া টানিতে লাগিলেন। ৫৫

কোন কোন অসুর তীক্ষ্ণ-খড়্গের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল এবং অপর কতক অসুর গদার দ্বারা নিহত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিল। ৫৬

কেহ কেহ মুষল দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া রক্ত বমন করিল। কেহ কেহ বক্ষে শূলবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ৫৭

সমরাঙ্গণে অমরবিজয়ী (অসুর) সেনাপতিগণ বাণসমূহ দ্বারা জর্জরিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কাহারও কাহারও বাহু কাটা যাইল, সেইরূপ কাহারও কাহারও গ্রীবা ছিন্ন হইল, অপর কতকগুলির মস্তক পড়িয়া যাইল (অর্থাৎ কাটা যাইল), এবং অপর কতকগুলি মধ্যদেশ বিদীর্ণ হইল। ৫৮-৫৯

অপর মহাসুরগণ জঙ্ঘাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভূমিতে পতিত হইল। দেবী কর্তৃক কেহ কেহ এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত হইল যে প্রতি খণ্ডে একটি করিয়া বাহু, চক্ষু ও চরণ রহিল। অন্য কতকগুলি অসুর মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়াও পুনরায় কবন্ধরূপে পুনরুত্থিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারণ করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৬০-৬১

ছিন্নমস্তক অপর কবন্ধগণ খড়্গ শক্তি ও ঋষ্টি ধারণ করিয়া বাদ্যের তালে তালে, অন্য মহাসুরগণ দেবীকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" বলিয়া সেই যুদ্ধে নাচিতে লাগিল।

যেখানে সেই মহাযুদ্ধ হইল সেখানে সেই ভূভাগ ধরায় পতিত রথ হস্তী অশ্ব ও অসুরগণের দ্বারা অগম্য হইল। ৬২-৬৩

সেখানে সেই অসুরসৈন্যের মধ্যে তৎক্ষণাৎ অসুর হস্তী ও অশ্বের রক্তরাশি মহানদীর মত প্রবাহিত হইল। ৬৪

অগ্নি যেমন ক্ষণকাল মধ্যেই তৃণ ও কাষ্ঠের মহা স্তূপকে ক্ষয় করে, সেইরূপ দেবী অম্বিকা অসুরদিগের সেই সৈন্যসমূহ ক্ষণকাল মধ্যেই ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন। ৬৫

সেই সিংহও কেশর কম্পিত করিয়া ভীষণ গর্জন করিতে করিতে দেব শত্রুগণের শরীর হইতে প্রাণসমূহ যেন চয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ৬৬

সেই যুদ্ধে দেবীর সেই সৈন্যদলের দ্বারা অসুরগণের সহিত এমন যুদ্ধ হইল যে স্বর্গে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। ৬৭

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

তৃতীয় অধ্যায়

মহিষাসুরবধ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

অনন্তর সেই সৈন্যরাশি নিহত হইতে দেখিয়া সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অম্বিকার প্রতি ধাবিত হইল। ১

জলবর্ষণের দ্বারা মেঘ যেমন মেরু পর্বতের শৃঙ্গদেশ প্লাবিত করে, সেইরূপভাবে সেই অসুর যুদ্ধে শরবর্ষণ করিয়া দেবীকে আচ্ছাদিত করিল। ২

অনন্তর দেবী বাণের দ্বারা তাহার বাণসমূহ অনায়াসেই ছেদন করিয়া অশ্বগুলিকে এবং তাহাদের চালককে (অর্থাৎ সারথিকে) বধ করিলেন এবং সেই সময়েই তাহার ধনু ও অতি উন্নত পতাকা ছেদন করিলেন এবং ছিন্নধনু অসুরের দেহ শরসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৩-৪

তখন ছিন্নধনু, রথহীন, হতাশ্ব ও হতসারথি (অর্থাৎ যাঁহার অশ্ব ও সারথি হত হইয়াছে এমন) সেই অসুর খড়্গ ও ঢাল ধারণ পূর্বক সেই দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। ৫

অতিবেগগামী চিক্ষুর তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা সিংহকে মস্তকে আঘাত করিয়া দেবীর বাম বাহুতেও আঘাত করিল। ৬

(অসুর নিক্ষিপ্ত) খড়্গ তাহার (অর্থাৎ দেবীর) বাহুতে লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর সে ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া শূল গ্রহণ করিল। ৭

তাহার পর সেই মহা অসুর ভদ্রকালীর প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিল। সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় তেজে প্রজ্বলিত সেই শূল আকাশ হইতে পতিত হইতেছে দেখিয়া দেবী (নিজের) শূল নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার (অর্থাৎ দেবীনিক্ষিপ্ত শূলের) দ্বারা অসুরনিক্ষিপ্ত সেই শূল এবং সেই মহাসুর শতখণ্ডে খণ্ডিত হইল। ৮-৯

মহিষাসুরের সেই মহাপরাক্রমশালী সেনাপতি নিহত হইলে অমরবিজয়ী চামর নামে অসুর হস্তীতে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর সেও দেবীর প্রতি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। অম্বিকা দেবী হুঙ্কার প্রয়োগে তাহা প্রভাশূন্য ও নিবারিত করিয়া সত্ত্বর ভূমিস্যাৎ করিয়া দিলেন। ১০-১১

শক্তি অস্ত্রটি ভগ্ন ও পতিত দেখিয়া চামর সক্রোধে শূল নিক্ষেপ করিল। তিনি (অর্থাৎ দেবী) তাহাও বাণসমূহের দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সিংহ লম্ফ প্রদান করিয়া (চামর অসুরের) হস্তীর কুম্ভদ্বয়ের মধ্যস্থলে উঠিয়া দেবগণের সেই শত্রুর (অর্থাৎ চামরের) সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল। ১২-১৩

তাহার পর তাহারা (অর্থাৎ সিংহ ও চামরাসুর উভয়ে) সেই হস্তীর উপর হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অতি ক্রোধভরে (পরস্পর পরস্পরকে) দারুণ প্রহার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার পর সিংহ সবেগে আকাশে লাফ দিয়া চামরের উপর পড়িয়া করাঘাতে চামরের মস্তক তাহার শরীর হইতে পৃথক করিয়া ফেলিল। ১৪-১৫

(সেই) যুদ্ধে গাছ-পাথরের দ্বারা উদগ্র এবং দন্ত অস্ত্র মুষ্টি ও চপেটাঘাত দ্বারা করাল দেবী কর্তৃক নিহত হইল। ১৬

দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে উদ্ধতকে, ভিন্দিপালের দ্বারা বাস্কলকে এবং বাণের দ্বারা তাম্র ও অন্ধককে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ১৭

ত্রিনয়না পরমেশ্বরী ত্রিশূলের দ্বারা উগ্রাস্য ও উগ্রবীর্যকে এবং সেইরূপেই মহাহনুকে নিহত করিলেন। ১৮

(দেবী) অসির দ্বারা বিড়ালের দেহ হইতে (তাহার) মস্তক ভূপাতিত করিলেন এবং দুর্ধর ও দুর্মুখ ইহাদের উভয়কে শরের দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১৯

এইরূপে নিজ সৈন্য সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মহিষাসুর মহিষের আকার ধারণ করিয়া দেবীর সৈন্যগণকে ভীত করিয়া তুলিল। ২০

কোন কোন দেবী-সৈন্যকে তুণ্ডাঘাতে, অপর কতকগুলিকে খুরাঘাতে, অপর কতকগুলিকে লাঙ্গুল তাড়না দ্বারা, কতকগুলিকে শৃঙ্গ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, কতক গুলিকে গতিবেগে, কতকগুলিকে গর্জন ও ভ্রমণ দ্বারা, এবং অপর কতকগুলিকে নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা ভূপাতিত করিল। ২১-২২

সেই অসুর প্রমথ সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া মহাদেবীর সিংহকে হত্যা করিবার জন্য ধাবিত হইল, (এবং) তাহাতে অম্বিকা ক্রুদ্ধা হইলেন। ২৩

মহাবিক্রমশালী মহিষাসুরও খুরের দ্বারা মহীতল সংপিষ্ট করিয়া শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে ও গর্জন করিতে লাগিল। ২৪

সে বেগে ভ্রমণ করার জন্য পৃথিবী বিক্ষুব্ধ হইয়া বিশীর্ণভাব ধারণ করিল। তাহার লাঙ্গুলের দ্বারা সমুদ্র সকল স্থান জলপ্লাবিত করিল। ২৫

তাহার শৃঙ্গ কম্পনের দ্বারা বিদীর্ণ মেঘগুলি খণ্ড খণ্ড হইল। তাহার নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা উৎক্ষিপ্ত শত শত পর্বত শূন্য হইতে পড়িতে লাগিল। ২৬

ক্রোধপূর্ণ সেই মহা অসুরকে এই প্রকারে আসিতে দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তখন তাহাকে বধ করিবার জন্য ক্রুদ্ধা হইলেন। ২৭

তিনি সেই মহা অসুরের প্রতি পাশ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বদ্ধ করিলেন। কিন্তু সে ওই পাশবদ্ধ অবস্থাতেই মহিষের আকার পরিত্যাগ করিল এবং তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল। তখন অম্বিকা দেবী তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন, অমনি সে খড়্গধারী এক পুরুষমূর্তি ধারণ করিল। ২৮-২৯

তাহার পর দেবী সত্বর বাণের দ্বারা সেই খড়্গচর্মধারী পুরুষকে ছেদন করিলেন। অনন্তর সে বৃহৎ হস্তীতে পরিণত হইল এবং শুণ্ডের দ্বারা দেবীর বাহন মহা সিংহকে আকর্ষণ পূর্বক ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল। দেবী তখন তাহার শুণ্ডটি কাটিয়া ফেলিলেন। ৩০-৩১

অনন্তর মহিষাসুর পুনরায় মহিষ-শরীর ধারণ করিয়া পূর্বের ন্যায় সচরাচর ত্রিভুবন (অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। ৩২

অনন্তর জগৎ-জননী চণ্ডিকা কুপিতা হইয়া পুনঃ পুনঃ উৎকৃষ্ট পানীয় পান করিলেন এবং রক্তনয়না হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ৩৩

শক্তি ও উৎসাহে গর্বিত সেই মহিষাসুরও গর্জন করিতে লাগিল এবং শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা চণ্ডিকার দিকে পর্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩৪

দেবীও তাহার নিক্ষিপ্ত পর্বতগুলি শরসমূহের দ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া মধুপানে আরক্ত নয়না হইয়া বিজড়িত স্বরে তাহাকে বলিলেন। ৩৫

দেবী বলিলেন।

রে মূর্খ, যতক্ষণ আমি মধুপান করি ততক্ষন তুই গর্জন কর, তুই আমার দ্বারা নিহত হইলে দেবতারা সত্বর এই স্থানেই গর্জন করিবেন। ৩৬

ঋষি বলিলেন।

এইরূপ বলিয়া উল্লম্ফন পূর্বক সেই মহা অসুরের উপর উঠিয়া পায়ের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে কণ্ঠদেশে শূলের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৩৭

অনন্তর দেবী কর্তৃক পদ-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সেও (অর্থাৎ অসুরও) নিজ (মহিষমূর্তির) মুখ হইতে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেবীর অত্যন্ত শক্তি প্রভাবে নিরুদ্ধ হইল (অর্থাৎ আর অধিক নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিল না।) ৩৮

এই মহা অসুর অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত অবস্থাতেই যুদ্ধ করিতে করিতে সেই দেবীর মহা অসির দ্বারা (অর্থাৎ খড়্গ আঘাতে) ছিন্ন মস্তক হইয়া ভূপতিত হইল। ৩৯

তাহার পর সেই সমস্ত দৈত্য সৈন্য হায় হায় শব্দ করিতে করিতে পলায়ন করিল। দেবগণ সকলে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ৪০

স্বর্গীয় মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ সেই দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্বরাজগণ গান করিতে লাগিলেন, এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৪১

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

চতুর্থ অধ্যায়

শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

দেবীকর্তৃক অতিবীর্য্যসম্পন্ন সেই দুরাত্মা মহিষাসুর ও অসুরসৈন্যগণ নিহত হইলে, অত্যন্ত হর্ষজনিত-রোমাঞ্চ জন্য সুন্দরদেহ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ গ্রীবা ও স্কন্ধদেশ নত করিয়া প্রণাম পূর্বক বিবিধ বাক্যের দ্বারা দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন।

সকল দেবতার শক্তি হইতে মূর্তি-প্রাপ্তা যে দেবী কর্তৃক এই জগৎ আত্মশক্তিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া সেই অম্বিকা দেবীকে ভক্তির সহিত আমরা প্রণাম করিতেছি, তিনি আমাদিগের কল্যাণসমূহ বিধান করুন।

ভগবান অনন্ত (অর্থাৎ বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও হর (অর্থাৎ শিব) যাঁহার অতুলনীয় প্রভাব ও বল কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ, সেই চণ্ডিকা দেবী সমগ্র জগৎ পালন ও অশুভ-ভয় নাশের নিমিত্ত ইচ্ছা করুন।

যিনি স্বয়ং পুণ্যবানদিগের গৃহে লক্ষ্মীরূপিনী, পাপীদিগের গৃহে অলক্ষ্মীরূপিনী, নির্মলচিত্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপিনী, সজ্জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপিনী, সৎকুলজাতগণের (হৃদয়ে) লজ্জারূপিনী, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি, জগৎ পালন করুন।

হে দেবি, অচিন্ত্যনীয় তোমার এই রূপ, অসুরবিনাশকারী অপরিমিত বীর্যাধিক্য, এবং যুদ্ধসমূহে সকল দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে তোমার যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য (তাহা আমরা) কিরূপে বর্ণনা করিব (অর্থাৎ বর্ণনা করিতে অশক্ত)! ৫

তুমি সমস্ত জগতের মূল কারণ, ত্রিগুণময়ী, (আমাদিগের ন্যায় রাগাদি) দোষযুক্তগণের দ্বারা জ্ঞাত নহ, (এমন কি) হরি হর প্রভৃতির দ্বারাও অজ্ঞেয়, তুমি

সকলের আশ্রয়স্বরূপা, এই অখিল জগৎ তোমারই অংশস্বরূপ, তুমি বিকার রহিতা আদি পরমা প্রকৃতি।

হে দেবি, যাঁহার সম্যক উচ্চারণে সমস্ত দেবগণ সকল যজ্ঞে তৃপ্তি লাভ করেন সেই স্বাহা (মন্ত্র) তুমিই, পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ স্বধা মন্ত্রও তুমি। এইজন্য লোকে তোমাকেই উচ্চারণ করিয়া থাকে (অর্থাৎ স্বাহা-স্বধারূপে যাহা বলিয়া থাকে তাহাতে তোমারই নাম উচ্চারিত হয়)।

হে দেবি, মুক্তির কারণস্বরূপা যে অচিন্ত্যনীয় ভগবতী পরমা বিদ্যা - সে তুমি। (এইজন্য) মোক্ষার্থী, সংযতেন্দ্রিয়, তত্ত্বানুসন্ধানকারী, সমস্ত দোষশূন্য মুণিগণ তোমারই চিন্তা করিয়া থাকেন।

শব্দ স্বরূপিনী (বলিয়া) তুমি উচ্চগীতি ও সুন্দর পদ পাঠবিশিষ্ট সামবেদের এবং সুবিমল ঋক ও যজুর্বেদের মূল। তুমিই সংসার পালনের জন্য বৃত্তিরূপা ও সকল জগতের পরম দুঃখনাশিনী ভগবতী দেবী ত্রয়ী।

হে দেবি, তুমিই সকল শাস্ত্রের সারজ্ঞানদায়িনী মেধা, দুস্তর ভবসাগর পারের তরণীস্বরূপা দুর্গা, চিদানন্দময়ী, কৈটভারির (অর্থাৎ বিষ্ণুর) হৃদয় বিহারিণী লক্ষ্মী এবং মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গরূপে বিরাজমানা গৌরী।

তোমার পূর্ণচন্দ্রের তুল্য, উত্তম সুবর্ণের কান্তির ন্যায় কান্তিময়, ঈষৎ হাস্যযুক্ত নির্মল মুখ দেখিয়াও যে ক্রুদ্ধ মহিষাসুর হঠাৎ তোমাকে প্রহার করিল, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার।

হে দেবি, উদীয়মান চন্দ্রের শোভার সদৃশ শোভা বিশিষ্ট তোমার মুখমণ্ডল ক্রোধে ভ্রূকুটি ভীষণ দেখিয়াও যে মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল না, ইহা অতি আশ্চর্য বিষয়, কেননা কুপিত যমকে দেখিয়া কে জীবিত থাকিতে পারে?

হে দেবি, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠা, আমাদের মঙ্গল করিবার নিমিত্ত প্রসন্না হও। তুমি কুপিতা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত কুল বিনাশ করিয়া থাক, ইহা এখন জানা হইল, কারণ মহিষাসুরের এই বিপুল সৈন্য রাশি তোমার দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে।

সর্বদা বাঞ্ছিত ফলপ্রদাত্রী তুমি যাহাদিগের প্রতি প্রসন্না হও তাহারাই জনপদসমূহে সম্মানিত হয়, তাহাদিগের ধর্মকর্মসমূহ নষ্ট হয় না, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র ভৃত্য বিনীত হইয়া থাকে, তাহারাই ধন্য।

হে দেবি, তোমার অনুগ্রহে পুণ্যবান ব্যক্তি সর্বদা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রতিদিন সকল ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহার ফলে স্বর্গে গমন করেন। তুমিই এই কারণে ত্রিভুবনে ফলদাত্রী।

হে দুর্গে, তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি সকল প্রাণীর ভয় নাশ কর, ভয়শূন্য অবস্থায় স্মরণ করিলে অত্যন্ত শুভ বুদ্ধি প্রদান কর। হে দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়হারিনী দেবি, সকলের উপকার করিবার জন্য সর্বদা দয়ার্দ্র হৃদয় তোমা ব্যতীত আর কে আছে?

হে দেবি, অসুরগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইলে জগৎ সুখলাভ করিবে, এবং তাহারাও চিরকাল নরকভোগ করিবার জন্য পাপ না করে ও যুদ্ধে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে, নিশ্চিত ইহা মনে করিয়াই তুমি শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া থাক।

তুমি দৃষ্টিপাত করিয়াই কি সকল অসুরকে ভস্ম করিতে পারনা? তথাপি শত্রুগণের প্রতি যে শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাক, তাহার কারণ শত্রুরাও তোমার শরাঘাতে পবিত্র হইয়া ইষ্টলোকাদিতে গমন করুক, শত্রুগণের প্রতিও তোমার এইরূপ সাধু ইচ্ছা আছে।

খড়্গের দুর্নিরীক্ষ তেজোরাশি বিকিরণের দ্বারা এবং শূলের অগ্রভাগের জ্যোতিসমূহের দ্বারা অসুরগণের চক্ষুসমূহ যে নষ্ট হয় না, তাহা হইয়াছিল (তাহারা) তোমার চন্দ্রকলা সদৃশ ও উজ্জ্বল মুখ দেখিতেছিল বলিয়া।

হে দেবি, দুর্বৃত্তগণের কার্যনাশক তোমার চরিত্র, এতাদৃশ রূপ, দেবগণের পরাক্রমহরণকারিগণের (অর্থাৎ অসুরগণের) বিনাশক বীর্য এবং তোমা কর্তৃক শত্রুর প্রতি এইরূপে প্রদর্শিত দয়া, এই সমস্তই আমাদিগের পক্ষে অচিন্ত্যনীয় এবং অন্যত্র অতুলনীয়।

হে বরদায়িনী দেবি, কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? শত্রুর ভীতিজনক অথচ অতি মনোহর এইরূপ রূপই বা কোথায় আছে? চিত্তে দয়া ও যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা একমাত্র তোমাতেই দেখা যাইল।

তোমা কর্তৃক শত্রুবিনাশের দ্বারা এই সমগ্র ত্রিভুবন রক্ষিত হইল, সেই শত্রুগণও যুদ্ধ মধ্যে নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিল, উদ্ধত অসুরগণ হইতে আমাদের ভয়ও দূর হইল; (অতএব) তোমাকে প্রণাম।

হে দেবি, শূলের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অম্বিকে, খড়্গের দ্বারা, ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা এবং ধনুর্গুণের শব্দের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

হে চণ্ডিকে, নিজের শূল ঘুরাইয়া আমাদিগকে পূর্ব দিকে, পশ্চিম দিকে ও দক্ষিণ দিকে রক্ষা কর। হে ঈশ্বরি, সেইরূপে উত্তর দিকেও রক্ষা কর।

ত্রিভুবনে তোমার মনোহর যে সকল রূপ এবং অতি ভয়ানক যে সকল রূপ বিরাজমান আছে, সেই সকল রূপে আমাদিগকে এবং জগৎকে রক্ষা কর।

হে অম্বিকে, তোমার করপল্লবে খড়্গ-শূল-গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, সেইগুলির দ্বারা আমাদিগকে সকল স্থানে রক্ষা কর।

ঋষি বলিলেন।

সমস্ত দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে, নন্দনবনজাত মনোরম পুষ্প এবং গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা পূজা করিলে, এবং ভক্তিভরে স্বর্গীয় ধূপ প্রদান করিলে জগজ্জননী প্রসন্নমুখী হইয়া প্রণাম পরায়ণ সমস্ত দেবগণকে বলিলেন।

দেবী বলিলেন।

হে দেবতাসকল, তোমাদের যাহা অভিলষিত, আমার নিকট প্রার্থনা কর।

দেবগণ বলিলেন।

আমাদের শত্রু এই মহিষাসুর যে ভগবতী কর্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহাতেই সব করা হইয়াছে, কিছুই অবশিষ্ট নাই।

হে মহেশ্বরি, যদি তোমায় আমাদিগকে বর দিতেই হয়, (তবে) যখনই আমরা তোমায় স্মরণ করিব তুমি আমাদিগের মহা বিপদসকল নাশ করিও।

হে অমলাননে, হে অম্বিকে, যে মানব এই সকল স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া তুমি সর্বদা তাহার প্রচুর বিত্ত ও ঐশ্বর্যসহ ধন ও পত্নী প্রভৃতি সম্পত্তির বৃদ্ধির কারণ হইও।

ঋষি বলিলেন।

হে মহারাজ, জগতের জন্য এবং নিজেদের জন্য দেবগণ এইরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে ভদ্রকালী দেবী 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

হে রাজা, ত্রিজগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী দেবী দেবগণের শরীর হইতে পূর্বকালে যেরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা এই বলিলাম।

পুনরায় শুম্ভ ও নিশুম্ভ এবং অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যগণের বধের নিমিত্ত ও লোকরক্ষার জন্য দেবী গৌরীদেহ হইতে আবির্ভূতা হইয়া যেভাবে দেবগণের উপকার করিয়াছিলেন তাহা তোমাকে যথাযথ বলিতেছি, মৎকথিত সেই কাহিনী শ্রবণ কর।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

পঞ্চম অধ্যায়

দেবী দূত সংবাদ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

পূর্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে গর্বিত ও শক্তিমান দুই অসুরের দ্বারা শচীপতি অর্থাৎ ইন্দ্রের ত্রিভুবনের আধিপত্য ও যজ্ঞভাগ অপহৃত হইল।

তাহারা দুই জনেই সূর্য্যের কার্য, চন্দ্রের কার্য এবং কুবের, যম ও বরুণের কার্যও করিতে লাগিল।

তাহারা দুই জনে পবনের কার্য এবং অগ্নির কার্যও করিতে লাগিল।

তাহার পর ভয়কম্পিত, পরাজিত, রাজ্যভ্রষ্ট ও অধিকারবঞ্চিত দেবগণ সেই দুই মহা-অসুরের দ্বারা দূরীভূত হইলেন। তখন ত্রিদশগণ সকলে সেই অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিলেন।

সেই দেবী আমাদিগকে এই বলিয়া বর দিয়াছিলেন যে, "আপৎকালে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তোমাদের সমস্ত মহা বিপদ নাশ করিব।"

এইরূপ মনে করিয়া দেবগণ পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গমন করিলেন এবং তাহার পর তথায় বিষ্ণুমায়া দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ বলিলেন।

(বিষ্ণুমায়া) দেবীকে প্রণাম, মহাদেবীকে প্রণাম, শিবাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম, প্রকৃতিকে প্রণাম, ভদ্রাকে প্রণাম। আমরা সংযত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি।

রৌদ্রাকে প্রণাম, নিত্যাকে প্রণাম, গৌরীকে প্রণাম, ধাত্রীকে প্রণাম, জ্যোৎস্নাকে প্রণাম, ইন্দুরূপিনীকে প্রণাম, মুখাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

কল্যাণীকে প্রণাম। বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপিনীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। নৈর্ঋতিকে প্রণাম, রাজগৃহে যিনি লক্ষ্মী তাঁহাকে প্রণাম। হে শর্বানি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

দুর্গাকে, দুর্গপারাকে, সারাকে, সর্বকারিণীকে, খ্যাতিকে এবং কৃষ্ণা ও ধূম্রাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

অতিসৌম্যা এবং অতিরৌদ্রাকে প্রণাম করি, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। জগৎ প্রতিষ্ঠাকে প্রণাম, কৃতিদেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে বিষ্ণুমায়া বলিয়া কথিতা হন, তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে চেতনা নামে অভিহিতা হন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে ছায়ারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে জাতিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে বৃত্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে কান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে দয়ারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যে দেবী সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

যিনি সকল প্রাণীতে শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাত্রী, সেই ব্যাপ্তি দেবীকে সর্বদা পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

যিনি চৈতন্যরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম।

অভীষ্টলাভ হওয়ার জন্য যিনি পূর্বে দেবগণের দ্বারা সংস্তুতা হইয়াছিলেন ও প্রত্যেক দিন দেবরাজ কর্তৃক পূজিতা হন, এবং এক্ষণে উদ্ধত দৈত্যগণের দ্বারা পীড়িত, ভক্তিতে নত শরীর দেবতা আমাদিগের দ্বারা নমস্কৃতা হইতেছেন, স্মরণ করিলে যে ঈশ্বরী তৎক্ষণাৎ আমাদিগের সমস্ত আপদ নাশ করেন, শুভদায়িনী সেই ঈশ্বরী আমাদিগের সর্বপ্রকার মঙ্গল করুন এবং বিপদসমূহ নাশ করুন।

ঋষি বলিলেন।

হে রাজপুত্র, এইরূপে স্তব প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত দেবগণের অভিমুখে সেই স্থানে পার্বতী গঙ্গার জলে স্নান করিতে আসিলেন।

সুভ্রূ তিনি (অর্থাৎ পার্বতী) সেই দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এখানে কাহাকে স্তব করিতেছেন?" (তখন) ইঁহার (অর্থাৎ পার্বতীর) শরীর-কোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া শিবা (দেবী) বলিলেন।

যুদ্ধে নিশুম্ভের দ্বারা পরাজিত ও শুম্ভ দৈত্য কর্তৃক বিতাড়িত দেবগণ মিলিত হইয়া আমার এই স্তব করিতেছে।

যেহেতু (দেবী) অম্বিকা সেই পার্বতীর শরীর কোষ হইতে নির্গত হইলেন; সেইজন্য (তিনি) ত্রিভুবনে কৌশিকী- নামে কথিতা হন।

তিনি (অর্থাৎ কৌষিকী) বিনির্গতা হইলে সেই পার্বতীও কৃষ্ণবর্ণা হইলেন। তিনি হিমালয়বাসিনী হইয়া কালিকা নামে খ্যাতা হইলেন।

অনন্তর শুম্ভ ও নিশুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামে ভৃত্যদ্বয় অতি মনোহর উৎকৃষ্ট রূপধারিনী অম্বিকাকে দেখিতে পাইল।

তাহারা শুম্ভকে (গিয়া) বলিল - হে মহারাজ, অতি সুন্দরী কোন এক রমণী হিমালয় আলো করিয়া আছে।

সেইরূপ উত্তম সৌন্দর্য কেহ কোথাও দেখে নাই। হে অসুরেশ্বর, সেই দেবী কে তাহা জানুন এবং তাহাকে গ্রহণ করুন।

অতি সুন্দরদেহা সেই রমণীরত্ন সৌন্দর্যে দিক সকল উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। হে দৈত্যেন্দ্র, আপনার তাঁহাকে দেখা উচিত।

হে প্রভু, ত্রিভুবনে যে সকল শ্রেষ্ঠ মণি এবং হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি আছে, সেই সকল এখন আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে।

ইন্দ্রের নিকট হইতে হস্তীশ্রেষ্ঠ ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব এবং এই পারিজাত বৃক্ষ আনা হইয়াছে।

হংসযুক্ত রত্নস্বরূপ যে অদ্ভুত বিমান ব্রহ্মার ছিল তাহা এখানে আনীত হইয়াছে ও আপনার অঙ্গনে রহিয়াছে।

মহাপদ্ম নামে এই রত্নটি ধনাধিপতির (অর্থাৎ কুবেরের) নিকট হইতে আনা হইয়াছে এবং সমুদ্র চির অমলিন পদ্মফুলের কিঞ্জল্কিনী নামে মালা দিয়াছে।

বরুণের কাঞ্চনবর্ষণকারী ছত্রটি এবং যে শ্রেষ্ঠ রথটি পূর্বে প্রজাপতির ছিল তাহা আপনার গৃহে রহিয়াছে।

হে প্রভু, মৃত্যুর (অর্থাৎ যমের) উৎক্রান্তিদা নামে শক্তি আপনি হরণ করিয়াছেন। জলাধিপতির (অর্থাৎ বরুণের) পাশ অস্ত্রটি আপনার ভ্রাতার হস্তে আছে।

সমুদ্রজাত সকল প্রকার রত্ন নিশুম্ভের অধিকারে আছে। অগ্নিও আপনাকে অগ্নির দ্বারা বিশোধিত অর্থাৎ অদাহ্য বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছে।

হে দৈত্যেন্দ্র, এইরূপে সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই আপনার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। এই কল্যাণী রমণীশ্রেষ্ঠাকে কেন আপনি গ্রহণ করিতেছেন না?

ঋষি বলিলেন।

চণ্ড ও মুণ্ডের এই সকল কথা শুনিয়া সেই শুম্ভ তখন মহা অসুর সুগ্রীবকে দূতরূপে দেবীর নিকট পাঠাইলেন।

তুমি গিয়া আমারই কথায় এই এই কথা তাহাকে বলিবে এবং যাহাতে আহ্লাদের সহিত সে শীঘ্র আসে তাহা করিবে।

তিনি (অর্থাৎ দেবী কৌষিকী) পর্বতের অতি সুন্দর ঊর্দ্ধ প্রদেশে যেখানে বসিয়াছিলেন, অনন্তর সে (অর্থাৎ দূত) সেখানে গিয়া মৃদুভাবে মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিল।

দূত বলিল।

হে দেবি, দৈত্যাধিপতি শুম্ভ ত্রিভুবনের সর্বময় অধীশ্বর। আমি তাঁহার দ্বারা দূতরূপে প্রেরিত হইয়া এখানে আপনার কাছে আসিয়াছি।

সমস্ত দেবতার মধ্যে যাঁহার আজ্ঞা সকল সময়েই অব্যাহত থাকে অর্থাৎ কখনও অবহেলিত হয় না, যিনি দৈত্যগণের সকল শত্রুকে অর্থাৎ দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন শ্রবণ করুন।

সমগ্র ত্রিভুবন আমার, দেবগণ আমার অধীন ও আজ্ঞানুবর্তী, সকল যজ্ঞভাগ পৃথক পৃথকভাবে আমিই গ্রহণ করি।

ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহ সর্বতোভাবে আমারই আয়ত্ত্বাধীন, গজ-শ্রেষ্ঠ সমূহও সেইরূপ আমার অধিকৃত। ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্বশ্রেষ্ঠ দেবরাজের বাহন, অমরগণ তাহা আনিয়া প্রণামপূর্বক আমাকে সমর্পণ করিয়াছে।

হে সুন্দরি, দেবতা, গন্ধর্ব ও নাগগণের মধ্যে অন্যান্য যে সকল রত্নস্বরূপ অর্থাৎ অতি উত্তম বস্তু আছে, সেই সকলও আমার অধিকারে।

হে দেবি, আমরা তোমাকে জগতে রমণীশ্রেষ্ঠা বলিয়া মনে করি। সেই তুমি আমাদিগের নিকট আগমন কর, কারণ শ্রেষ্ঠ বস্তু উপভোগের আমরাই যোগ্য পাত্র।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি, তুমি রত্নস্বরূপা (অর্থাৎ রমণীরত্না) বলিয়া আমাকে বা অতিপরাক্রমশালী আমার অনুজ নিশুম্ভকে ভজনা কর।

আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে অতুলনীয় পরম ঐশ্বর্য লাভ করিবে। বিচারবুদ্ধির দ্বারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া আমার পরিজনভুক্ত হও।

ঋষি বলিলেন।

এই প্রকারে সম্বোধিত হইয়া তখন যিনি এই জগৎ ধারণ করেন সেই মঙ্গলময়ী ভগবতী দুর্গা দেবী মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন।

দেবী বলিলেন।

তুমি সত্যই বলিয়াছ, শুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি ও নিশুম্ভও সেইরূপ। এই বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র মিথ্যা বল নাই।

কিন্তু এ বিষয়ে (অর্থাৎ কাহাকেও বিবাহ করার বিষয়ে) যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা কিরূপে মিথ্যা করিব? অল্পবুদ্ধি হেতু পুর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা শোন।

যিনি যুদ্ধে আমাকে জয় করিবেন, যিনি আমার দর্প নাশ করিবেন, জগতে যিনি আমার সমান বলশালী, তিনিই আমার স্বামী হইবেন।

অতএব মহা অসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আসুন (এবং) আমাকে জয় করিয়া শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করুন। এ বিষয়ে বিলম্বের প্রয়োজন কি?

দূত বলিলেন।

হে দেবি, আপনি গর্বিতা হইয়াছেন, আমার সম্মুখে এরূপ বলিবেন না, ত্রিভুবনে কোন পুরুষ শুম্ভ ও নিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে?

হে দেবি, দেবগণ সকলে (মিলিত ভাবেও) যুদ্ধে অন্যান্য দৈত্যদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেনা। আপনি একাকিনী নারী, আপনি কিরূপে পারিবেন?

যে শুম্ভ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ দাঁড়াইতে পারেনা, আপনি স্ত্রীলোক, তাঁহাদের সম্মুখে কিরূপে যাইবেন?

আমি আপনাকে বলিতেছি, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবতী হইলেও আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের পার্শ্বে গমন করুন। কেশ আকর্ষণের দ্বারা অপমানিত হইতে যাইবেন না।

দেবী বলিলেন।

শুম্ভ বলশালী এবং নিশুম্ভও অতিশয় শক্তিমান ইহা যথার্থ। কিন্তু না ভাবিয়াই আমার যে পূর্ব প্রতিজ্ঞা, সে বিষয়ে কি করিব?

তুমি শুম্ভের নিকট গমন কর। আমি যাহা যাহা তোমাকে বলিলাম সেই সমস্ত যত্নপূর্বক অসুররাজকে বল। তিনি যাহা উচিত মনে করেন করুন।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধূম্রলোচন বধ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

দেবীর এই কথা শুনিয়া সেই দূত ক্রোধপূর্ণ হইয়া ফিরিয়া গিয়া দৈত্যরাজের নিকট বিস্তারিতভাবে সমস্ত বলিল।

অনন্তর ঐ দূতের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া অসুররাজ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্য সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলিলেন।

হে ধূম্রলোচন, তুমি নিজ সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া শীঘ্র সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণে ব্যাকুল করিয়া বলপূর্বক আনয়ন কর।

যদি অপর কেহ তাহার পরিত্রাণকারী হইতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে দেবতা, যক্ষ বা গন্ধর্ব সে যাহাই হউক তাঁহাকে বধ করিবে।

ঋষি বলিলেন।

তখন তাহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সেই ধূম্রলোচন দৈত্য সত্ত্বর ষাট হাজার অসুর সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া দ্রুত তথায় গমন করিল।

অনন্তর হিমালয় পর্বতে অবস্থিতা সেই দেবীকে দেখিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিল, “শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকটে যাও।

যদি তুমি আজ প্রীতির সহিত আমার প্রভুর নিকট উপস্থিত না হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে কেশাকর্ষণে ব্যাকুল করিয়া বলপূর্বক লইয়া যাইব।”

দেবী বলিলেন।

তুমি দৈত্যরাজের দ্বারা প্রেরিত, বলবান ও সৈন্যবেষ্টিত। যদি এইরূপে আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাও তাহা হইলে আমি তোমার কি করিতে পারি?

ঋষি বলিলেন।

দেবী এইরূপ বলিলে সেই অসুর ধূম্রলোচন তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তখন দেবী অম্বিকা তাঁহাকে হুঙ্কার শব্দেই ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশাল অসুর বাহিনী অম্বিকার প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিল।

সিংহ নখের দ্বারা কতকগুলির উদর বিদীর্ণ করিল এবং চপেটাঘাত দ্বারা কতকগুলির মস্তক শরীর হইতে পৃথক করিয়া ফেলিল।

তাহার পর দেবীর বাহন সেই সিংহ ক্রোধে কেশর কাঁপাইয়া অতি ভীষণ শব্দ করিয়া অসুর সেনার মধ্যে গিয়া পড়িল এবং কোন কোন অসুরকে কর-প্রহারের দ্বারা (অর্থাৎ থাবার আঘাতে), অপর কতকগুলিকে মুখের দ্বারা এবং অন্য কতকগুলি মহা অসুরকে অধরের দ্বারা আক্রমণ করিয়া নিহত করিল।

তাহার দ্বারা অন্যান্য অসুরের বাহু ও মস্তক সেইরূপে বিচ্ছিন্ন হইল। কম্পিত কলেবর সিংহ অপরাপরের উদর হইতে রক্তপান করিতে লাগিল।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহাপরাক্রমশালী দেবীর বাহন সেই সিংহের দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্য ক্ষণকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইল।

দেবীর দ্বারা সেই অসুর ধূম্রলোচন নিহত হইয়াছে এবং দেবীর বাহন সিংহের দ্বারা সমগ্র সৈন্যদল বিনষ্ট হইয়াছে, শুনিয়া দৈত্যাধিপতি শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কম্পিত অধরে সেই দুই মহা অসুর চণ্ড ও মুণ্ডকে আদেশ করিলেন।

হে চণ্ড, হে মুণ্ড, বহু সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া তথায় গমন কর এবং শীঘ্র তাঁহাকে কেশ আকর্ষণ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। যদি যুদ্ধে (অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ

করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিবার বিষয়ে) তোমাদের সন্দেহ হয় তবে সকল অসুরে মিলিয়া সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিবে।

সেই দুষ্টা মৃতপ্রায় হইলে এবং সিংহ নিহত হইলে সেই অম্বিকাকে বন্ধন-পূর্বক গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

সপ্তম অধ্যায়

চণ্ড-মুণ্ড বধ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

শুম্ভের আদেশ পাইয়া তখন দৈত্যগণ চণ্ড ও মুণ্ডকে অগ্রবর্তী করিয়া এবং চতুরঙ্গ সৈন্যদল লইয়া অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক তথায় গমন করিল।

অনন্তর তাহারা পর্বতরাজের (অর্থাৎ হিমালয়ের) বিশাল স্বর্ণময় চূড়ায় সিংহের উপর আসীনা ঈষৎ হাস্যমুখী দেবীকে দেখিতে পাইল।

তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা উৎসাহযুক্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য উদ্যোগ করিল। কেহ কেহ ধনু আকর্ষণ করিয়া ও অন্যেরা অসি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটবর্তী হইল।

অনন্তর অম্বিকা দেবী সেই শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল মসীবর্ণ ধারণ করিল।

তাঁহার ভ্রূকুটি ভীষণ ললাটদেশ হইতে শীঘ্রই অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্য ও লোলজিহ্বার জন্য ভীষণ দর্শন বদন বিশিষ্টা, কোটরগত ও আরক্ত চক্ষু, গর্জন শব্দে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণকারিণী, বিচিত্র লৌহযষ্ঠিধারিণী, নরমুণ্ডের মালা দ্বারা সজ্জিতা, ব্যাঘ্রচর্মপরিধানকারিণী, শরীরের মাংস শুষ্ক হওয়ার জন্য অতি ভয়ঙ্করী, অসি ও পাশ অস্ত্রধারিণী, ভীষণ দর্শনা কালী দেবী বাহির হইলেন।

তিনি মহা-অসুরদিগকে বধ করিতে করিতে সেই সৈন্য মধ্যে সবেগে আপতিত হইয়া অসুরদিগের সৈন্যদল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি পার্ষ্ণিগ্রাহী (অর্থাৎ পশ্চাদভাগ রক্ষক), অঙ্কুশগ্রাহী (অর্থাৎ হস্তীচালক), গজারূঢ় যোদ্ধাদিগকে ও ঘণ্টার সহিত হস্তী সমূহকে এক হস্তে গ্রহণ করিয়া মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

(তিনি) সেইরূপ ভাবেই (অর্থাৎ এক হস্তে গ্রহণ করিয়াই) অশ্বের সহিত অশ্বারূঢ় যোদ্ধাকে, সারথির সহিত রথকে মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দন্তের দ্বারা অতি ভীষণভাবে চর্বন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কোন একটিকে চুলে ধরিয়া, অন্য কোনটিকে গ্রীবাদেশে ধরিয়া, অন্য কোনটিকে পায়ের দ্বারা আক্রমণ করিয়া এবং কাহাকেও বক্ষঃস্থলের দ্বারা (চাপিয়া) মর্দন করিলেন।

সেই সকল অসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শস্ত্র ও মহাস্ত্রসকল ক্রোধভরে মুখের মধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং দন্তের দ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

সেই সমস্ত বিশালকায় বলবান অসুর সৈন্যদের (কাহাকেও) মর্দন করিলেন, অন্যগুলিকে ভক্ষণ করিলেন এবং অপর কতকগুলিকে বিতাড়িত করিলেন।
কতকগুলি অসুর অসির দ্বারা নিহত হইল, কতকগুলি খট্টাঙ্গ অস্ত্রদ্বারা বিতাড়িত হইল, এবং (কতকগুলি) দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল।
অসুরদিগের সেই সমস্ত সৈন্য ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইল দেখিয়া চণ্ড (অসুর) অতি ভয়ঙ্করী সেই কালী দেবীর দিকে ধাবিত হইল।

মহাসুর চণ্ড অতি ভয়ানক শরবর্ষণের দ্বারা এবং মুণ্ড অসুর হাজার হাজার চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই ভীষণ নয়নাকে (কালী দেবীকে) আচ্ছাদিত করিল।

সেই বহু সংখ্যক চক্র তাঁহার মুখে প্রবিষ্ট হইয়া মেঘের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বহু সূর্যবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর ভীষণ মুখ মধ্যে দুর্দর্শনীয় দশন হেতু অতি দীপ্তিমতী ভীমনাদিনী কালী (দেবী) অত্যন্ত ক্রোধে ভীষণভাবে হাসিয়া উঠিলেন।

দেবী (ক্রোধ ভরে) হং শব্দ করিয়া প্রকাণ্ড খড়্গ উঠাইয়া চণ্ডের দিকে ধাবিত হইলেন এবং উহার কেশাকর্ষণ করিয়া সেই অসির দ্বারা (তাহার) শিরশ্ছেদ করিলেন।

চণ্ডকে নিহত দেখিয়া তখন মুণ্ড তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তিনি ক্রোধে তাহাকেও খড়্গ দ্বারা আহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন।

তখন হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ অতি পরাক্রমশালী চণ্ড ও মুণ্ডকে ভূপতিত দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া নানাদিকে পলাইতে লাগিল।

(দেবী) কালী চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার নিকটে গিয়া বিকট অট্টহাসির সহিত বলিলেন।

এই যুদ্ধ যজ্ঞে আমার দ্বারা চণ্ড ও মুণ্ড (এই) দুইটি মহাপশু তোমাকে উপহার প্রদত্ত হইল। শুম্ভ ও নিশুম্ভকে তুমি নিজেই বধ করিও।

ঋষি বলিলেন।

অনন্তর কল্যাণদায়িনী চণ্ডিকা চণ্ড ও মুণ্ড নামে সেই দুই মহা অসুর আনীত হইয়াছে দেখিয়া কালীকে (এই) মধুর বাক্যে বলিলেন।

হে দেবি, যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া (আমার কাছে) আনিয়াছ, অতএব জগতে (তুমি) চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইবে।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

অষ্টম অধ্যায়

রক্তবীজবধ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

চণ্ড ও মুণ্ড নিহত হইলে এবং বহু সৈন্য ক্ষয় হইলে পরাক্রমশালী দৈত্যরাজ শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া সকল দৈত্য সৈন্যকে যুদ্ধার্থে সমাবেশের আদেশ করিলেন।

অদ্য সকল সৈন্যের সহিত ছিয়াশি জন উদায়ুধ দৈত্য এবং নিজ সৈন্যদলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কম্বুদিগের চুরাশিজন যুদ্ধের জন্য নির্গত হউক। কোটিবীর্য অসুরদিগের পঞ্চাশটি দল এবং ধূম্রদিগের একশত দল আমার আদেশে নির্গত হউক। কালক, দৌর্হৃত, মৌর্য্য ও কালকেয় অসুরগণ আমার আদেশে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য সত্ত্বর নির্গত হউক।

ভৈরবশাসন অসুররাজ শুম্ভ এইরূপ আদেশ করিয়া বহু সহস্র মহাসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থে নির্গত হইলেন।

অতি ভীষণ সেই সৈন্যদলকে আসিতে দেখিয়া চণ্ডিকা ধনুর্গুণ শব্দে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তীস্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ, তখন সিংহও ভীষণ গর্জন করিল এবং অম্বিকা স্বীয় ঘণ্টার শব্দে সেই শব্দকে আরও বর্দ্ধিত করিলেন।

শব্দের দ্বারা দিঙমণ্ডল পূর্ণকারিণী, বিস্তৃতবদনা কালীদেবী ভীষণতর শব্দে সেই ধনুর জ্যা ধ্বনি, সিংহনাদ ও ঘণ্টার শব্দ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

দৈত্য সৈন্যগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে দেবী চণ্ডিকা, সিংহ ও কালীকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিল।

হে মহারাজ, এই অবসরে দেবদ্বেষী অসুরদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং দেবশ্রেষ্ঠদিগের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা, ঈশান, গুহ, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের অত্যন্ত বলবীর্যশালিনী শক্তিগণ তাঁহাদের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঠিক তাঁহাদেরই (অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতির) রূপে চণ্ডিকার নিকট গমন করিলেন।

যে দেবতার যেমন আকৃতি এবং যেমন ভূষণ ও বাহন তাঁহার শক্তি সেভাবেই অর্থাৎ সেই আকৃতিতেও সেইরূপ ভূষণ ও বাহন যুক্ত হইয়া অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিলেন।

প্রথমে হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারিণী ব্রহ্মার শক্তি আসিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তাহার পর বৃষে আরোহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ ত্রিশূলধারিণী সর্পবলয়ভূষিতা ও চন্দ্রকলাশোভিতা মহেশ্বর-শক্তি মাহেশ্বরী আসিলেন।

অনন্তর ময়ূরশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়া শক্তি-অস্ত্রধারিণী কার্তিকেয়রূপিনী অম্বিকা (কার্তিকের শক্তি) কৌমারী যুদ্ধ করিবার জন্য দৈত্যদিগের অভিমুখে আগমন করিলেন। বিষ্ণুরূপিনী বৈষ্ণবীশক্তি গরুড়ের উপর অবস্থিত হইয়া এবং শঙ্খ চক্র গদা ও খড়্গ ধারণ করিয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন।

অদ্ভুত যজ্ঞবরাহমূর্তিধারী হরির যে শক্তি তিনিও অর্থাৎ বারাহীও বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া সেইস্থানে আসিলেন।

নৃসিংহের শক্তি নারসিংহী নৃসিংহের সদৃশরূপ ধারণ করিয়া কেশর চালনে নক্ষত্রমণ্ডলকে উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে সেইস্থানে আসিলেন।

ইন্দ্ররূপিনী ইন্দ্রের শক্তি বজ্রধারিণী ঐন্দ্রী হস্তীশ্রেষ্ঠের উপর অবস্থান করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সহস্রনয়নবিশিষ্টা হইয়া আগমন করিলেন।

অনন্তর সেইসকল দেবশক্তির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ঈশান (শিব) চণ্ডিকাকে বলিলেন, "আমার প্রীতির জন্য শীঘ্র অসুরগণকে নিহত কর।"

তখন দেবীর শরীর হইতে অতিভীষণা, অতিকোপণা চণ্ডিকা শক্তি বহির্গত হইলেন এবং তাঁহার সহিত ঘোর নিনাদকারী শত শত শিবাও উৎপন্ন হইল।

সেই চণ্ডিকাশক্তি অপরাজিতা ধূম্রজটাধারী ঈশানকে বলিলেন, "হে ভগবন, আপনি দূতরূপে শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট গমন করুন, এবং অত্যন্ত গর্বিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ দানবদ্বয়কে এবং যুদ্ধের জন্য তথায় সমুপস্থিত অন্যান্য দানবগণকে বলুন।

ইন্দ্র ত্রিভুবন লাভ করুন ও দেবগণ যজ্ঞভাগ লাভ করুন অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাদের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হউন। এবং তোমরা যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমরা পাতালে চলিয়া যাও।

কিন্তু যদি বলগর্বে যুদ্ধ করিতেই চাও, তাহা হইলে যুদ্ধার্থে আগমন কর, আমার শিবাগণ তোমাদের মাংসে তৃপ্তিলাভ করুক। "

যে হেতু সেই অপরাজিতা দেবীর অর্থাৎ চণ্ডিকা শক্তির দ্বারা শিব স্বয়ং দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সেই জন্য তিনি অর্থাৎ অপরাজিতা দেবী এই জগতে শিবদূতী নামে খ্যাতা হইলেন।

সেই মহা অসুরেরাও শিবের মুখে দেবীর কথা শুনিয়া ক্রোধে পূর্ণ হইয়া যে স্থানে কাত্যায়নী ছিলেন তথায় গমন করিল।

অনন্তর প্রথমেই সম্মুখে অবস্থানকারী ক্রোধোদ্দীপ্ত অসুরেরা শর শক্তি ঋষ্টি অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সেই দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

তিনিও অসুরদের নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ, শূল, চক্র ও পরশু সমূহ ধনু হইতে সশব্দে নিক্ষিপ্ত মহাবাণ দ্বারা অবলীলাক্রমে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

তখন কালীও শত্রুগণকে শূলাঘাতে বিদারিত এবং খট্টাঙ্গের আঘাতে মথিত করিতে করিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মাণী যে যে দিকে ধাবিত হইলেন সেই দিকে কমণ্ডলুর জল প্রোক্ষণ করিয়া শত্রুদিগকে শক্তিহীন ও উদ্যমহীন করিলেন।

মাহেশ্বরী ত্রিশূলের দ্বারা, বৈষ্ণবী চক্রের দ্বারা এবং কৌমারী শক্তি অস্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া দৈত্যগণকে বধ করিতে লাগিলেন।

শত শত দৈত্য ও দানব ঐন্দ্রীর বজ্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রচুর রক্তক্ষরণ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল।

কতকগুলি বারাহীর মুখের আঘাতে বিধ্বস্ত, দন্তাগ্রের আঘাতে বিদীর্ণবক্ষ ও চক্রের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া (ভূমিতে) পতিত হইল।

যুদ্ধে নারসিংহী সিংহনাদে দিঙমণ্ডল ও আকাশ পূর্ণ করিয়া অন্যান্য মহাসুরগণকে নখের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অসুরগণ শিবদূতীর বিকট অট্টহাসির দ্বারা নিস্তেজ হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল এবং তখন তিনি সেই অসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রুদ্ধা মাতৃগণ এইভাবে বিবিধ উপায়ে মহাসুরদিগকে মর্দিত করিতেছেন দেখিয়া অন্যান্য অসুরগণ পলায়ন করিতে লাগিল।

মাতৃগণের দ্বারা প্রপীড়িত দৈত্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মহাসুর রক্তবীজ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল।

ইহার শরীর হইতে যখনই রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল তখনই তাহার সদৃশ অসুরগণ মেদিনী হইতে উৎপন্ন হইতে লাগিল।

সেই মহাসুর (রক্তবীজ) গদা হাতে লইয়া ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐন্দ্রী নিজের বজ্রের দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন।

বজ্রের দ্বারা আহত তাহার দেহ হইতে সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে তাহারই ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও তাহারই মত পরাক্রমশালী যোদ্ধাগণ উত্থিত হইল।

তাহার শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইল, তাহারই মত বলবীর্য্যশালী ও উৎসাহ সম্পন্ন ততগুলি মহাসুর উৎপন্ন হইল।

রক্ত হইতে উৎপন্ন সেই সকল মহাসুরও সেইস্থানে মাতৃগণের সহিত অতি ভীষণ অস্ত্রপাতের দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

পুনরায় বজ্রপাতের দ্বারা যখন রক্তবীজের দেহে ক্ষত হইল, তখন রক্ত প্রবাহিত হইল এবং তাহা হইতে সহস্র সহস্র রক্তবীজ উৎপন্ন হইল।

বৈষ্ণবী তাঁহাকে চক্রের দ্বারা আঘাত করিলেন। ঐন্দ্রী তাঁহাকে গদা দ্বারা তাড়না করিলেন।

বৈষ্ণবীর চক্রে ছিন্ন সেই অসুরের রক্তধারা হইতে উৎপন্ন তৎসদৃশ হাজার হাজার মহাসুরে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল।

কৌমারী শক্তি অস্ত্রের দ্বারা, বারাহী অসির দ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূলের দ্বারা মহাসুর রক্তবীজকে আঘাত করিলেন।

সেই মহাসুর রক্তবীজও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা দ্বারা সকল মাতৃগণকে আহত করিল।

মাতৃকাগণের শক্তি শূল ইত্যাদির দ্বারা ক্ষত বিক্ষত তাহার দেহ হইতে যে রক্তরাশি ভূমিতে পতিত হইল তাহা হইতেও শত শত অসুর উৎপন্ন হইল।

রক্ত হইতে উৎপন্ন সেই সকল অসুরে সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন।

তখন দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া শীঘ্র যুদ্ধ সমাপ্তির ইচ্ছায় চণ্ডিকা কালীকে বলিলেন - "হে চামুণ্ডে! তোমার মুখ বিস্তৃত কর।

আমার অস্ত্রাঘাত হইতে জাত রক্তবিন্দু সকল এবং রক্তবিন্দু হইতে উৎপন্ন মহাসুরদিগকে তুমি শীঘ্র নিজমুখে গ্রহণ কর।

রক্তবিন্দুজাত মহাসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ কর। ইহাতে এই দৈত্য রক্তশূন্য হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। "

তাঁহাকে (কালীকে) এই বলিয়া চণ্ডিকা দেবী রক্তবীজকে শূলের দ্বারা আঘাত করিলেন। কালী রক্তবীজের রক্তসমূহ স্বীয় মুখে গ্রহণ করিয়া পান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সে চণ্ডিকাকে গদা দ্বারা আঘাত করিল। কিন্তু গদাঘাতে তিনি অল্পমাত্রও ব্যথা পাইলেন না।

তাহার (রক্তবীজের) দেহ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইল এবং স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডা সমস্ত রক্ত পান করিলেন।

রক্তপাতজনিত যে সকল মহাসুর তাঁহার মুখমধ্যে উৎপন্ন হইল চামুণ্ডা তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিলেন।

দেবী চণ্ডিকা শূল, বজ্র, বাণ, অসি ও ঋষ্টি অস্ত্রের দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন।

হে মহারাজ, রক্তশূন্য সেই মহাসুর রক্তবীজ নানা অস্ত্রে আহত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল।

হে রাজা, তখন সেই দেবগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তাহাদের শরীরজাত মাতৃগণও রক্তপানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

নবম অধ্যায়

নিশুম্ভ বধ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

রাজা বলিলেন।

হে ভগবন্, রক্তবীজ বধ বিষয়ক দেবীর এই বিচিত্র চরিত্র মহিমা আপনি আমার নিকট বলিলেন।

রক্তবীজ নিহত হইলে অতি ক্রুদ্ধ শুম্ভ ও নিশুম্ভ যে কার্য্য করিল, এক্ষণে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

ঋষি বলিলেন।

যুদ্ধে রক্তবীজ এবং অন্যান্য অসুরেরা নিহত হইলে শুম্ভাসুর ও নিশুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল।

অনন্তর সেই মহাসৈন্যকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নিশুম্ভ প্রধান প্রধান অসুরসৈন্য লইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবিত হইল।

মহা-অসুরগণ তাহার সম্মুখে পশ্চাতে ও উভয়পার্শ্বে থাকিয়া ক্রোধে ওষ্ঠপুট দংশন করিতে করিতে দেবীকে বধ করিবার নিমিত্ত দেবীর সমীপে আগমন করিল।

অসাধারণ শক্তিশালী শুম্ভ নিজ সৈন্য পরিবৃত হইয়া মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎপর চণ্ডিকাকে নিধন করিবার জন্য ক্রোধভরে আগমন করিল।

অনন্তর দেবী এবং অতীব প্রচণ্ড শরবর্ষণকারী শুম্ভ-নিশুম্ভের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল।

চণ্ডিকা বাণসমূহের দ্বারা সত্বর তাহাদের নিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলি ছেদন করিলেন এবং অস্ত্রসমূহ দ্বারা দুই অসুর রাজকে সর্বাঙ্গে তাড়না করিলেন।

নিশুম্ভ শাণিত খড়্গ ও উজ্জ্বল চর্ম (ঢাল) লইয়া দেবীর বাহন মহাসিংহের মস্তকে আঘাত করিল।

বাহন আহত হইলে দেবী ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রের দ্বারা নিশুম্ভের উত্তম অসি ও অষ্ট-চন্দ্র (অর্থাৎ চন্দ্রাকৃতি মণি) যুক্ত চর্মটি শীঘ্রই ছেদন করিলেন।

চর্ম ও খড়্গ ছিন্ন হইলে সেই অসুর (অর্থাৎ নিশুম্ভ) শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। দেবী সম্মুখাগত উহার সেই অস্ত্রও চক্রের দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর দানব নিশুম্ভ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শূল গ্রহণ করিল। (সেই শূল) আসিবার সময় দেবী তাহাও মুষ্টির আঘাতে চূর্ণ করিলেন।

তৎপরে সেও গদা ঘুরাইয়া চণ্ডিকার দিকে নিক্ষেপ করিল। তাহাও দেবী কর্তৃক ত্রিশূলের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভস্ম হইয়া গেল।

তাহার পর দেবী পরশু হস্তে আগমনকারী সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠকে বাণসমূহের দ্বারা আহত করিয়া ভূতলে পতিত করিলেন।

প্রচণ্ড বলশালী ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূমিতে পতিত হইলে শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকাকে বধ করিতে গমন করিল।

সে (অর্থাৎ শুম্ভ) রথে অবস্থান করিয়া উত্তম উত্তম অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক অনুপম অতি দীর্ঘ অষ্টবাহুদ্বারা সমগ্র আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দেবী শঙ্খ বাজাইলেন ও অতীব অসহনীয় ধনুষ্টঙ্কার করিলেন এবং সমস্ত অসুর সৈন্যের তেজ নাশক নিজের ঘন্টার শব্দে দিক সকল পূর্ণ করিলেন।

অনন্তর সিংহ অতি ভীষণ গর্জনে আকাশ, পৃথিবী এবং দশ দিক পূর্ণ করিল।

অতঃপর কালী উল্লম্ফনের দ্বারা আকাশে উঠিয়াই ভূমিতে অবতরণ করিলেন এবং দুই হস্তের চপেটাঘাতে পৃথিবী আলোড়িত করিলেন। সেই শব্দে পূর্বেকার

(শঙ্খাদির) শব্দ সকল তিরোহিত হইল।

শিবদূতী অমঙ্গলজনক অট্টহাসি হাসিলেন। সেই সকল শব্দে অসুরগণ ভীত হইল এবং শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল।

অম্বিকা তখন "ওরে দুরাত্মা, থাম, থাম," এই কথা বলিলেন। আকাশে অবস্থিত দেবগণ দেবীর জয়ধ্বনি করিলেন।

অতঃপর শুম্ভ আগমন পূর্বক অতি ভীষণ শিখাবিশিষ্ট যে শক্তি নিক্ষেপ করিল, অগ্নিরাশির মত তাহা আসিতে থাকিবার সময় দেবী নিক্ষিপ্ত মহা উল্কার দ্বারা নিবারিত হইল।

তখন শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিভুবন ও মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হইল। বজ্রধ্বনিবৎ এক ভীষণ শব্দ ঐ শব্দকে অভিভূত করিল। দেবী নিজ তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা শুম্ভ- নিক্ষিপ্ত শত-শত, সহস্র-সহস্র বাণ ছিন্ন করিলেন এবং শুম্ভও দেবী-নিক্ষিপ্ত শত-শত, সহস্র-সহস্র বাণ ছিন্ন করিল।

অনন্তর চণ্ডিকা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে শূলের দ্বারা আঘাত করিলেন। আহত হইয়া তখন সে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

তাহার পর নিশুম্ভ চেতনা লাভ করিয়া ধনু লইয়া বাণের দ্বারা দেবী চণ্ডিকাকে কালীকে ও সিংহকে আঘাত করিল।

পুনরায় দানবরাজ নিশুম্ভ অযুত বাহু বিস্তার করিয়া চক্রাস্ত্রের দ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

তখন দুর্গতিনাশিনী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া সেই সকল চক্রাস্ত এবং বাণসকল নিজ শরের দ্বারা ছিন্ন করিলেন।

তখন নিশুম্ভ দৈত্য সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, গদা গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য সবেগে ধাবিত হইল।

তাহার গদা দেবীর উপর পতিত হইবে এমন অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা সত্ত্বর তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সে শূল গ্রহণ করিল।

দেবতা-পীড়ক নিশুম্ভকে শূল হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী সবেগে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়া তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন।

তখন তাহার শূলবিদ্ধ হৃদয় হইতে অপর এক মহাবলশালী মহাতেজী পুরুষ থাম, থাম এই কথা বলিতে বলিতে নির্গত হইল।

তখন দেবী অট্টহাসি হাসিয়া নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অবস্থায় খড়্গের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, ইহাতে সে ভূপতিত হইল।

অনন্তর সিংহ তীক্ষ্ণধার দন্তের দ্বারা গ্রীবাদেশ চূর্ণ করিয়া অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

কালী কতকগুলি অসুরকে এবং শিবদূতী অন্যগুলিকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কোন কোন মহাসুর কৌমারীর শক্তি অস্ত্রে বিদারিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল, অপর কতকগুলি ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত জল দ্বারা বিধ্বস্ত হইল।

অপর কতকগুলি মাহেশ্বরীর ত্রিশূলের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল। কেহ কেহ বারাহীর মুখের আঘাতে চূর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল।

বৈষ্ণবী চক্রের দ্বারা দানবগণকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। সেইরূপ ঐন্দ্রীর বজ্রের দ্বারা অন্যেরা খণ্ড খণ্ড হইল।

কোন কোন অসুর নিহত হইল। কেহ কেহ সেই ভীষণ যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিল, এবং অপর কতকগুলি কালী শিবদূতী ও সিংহের দ্বারা ভক্ষিত হইল।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

দশম অধ্যায়

শুম্ভ বধ মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যগণ হত হইতেছে দেখিয়া শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিল।

হে বলগর্বেগর্বিতা দুর্গে, তুমি বৃথা গর্ব করিও না, কারণ তুমি অপরের শক্তি আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ।

দেবী বলিলেন।

এই জগতে আমি অদ্বিতীয়া, আমার দ্বিতীয় কে আছে? রে দুষ্ট, দেখ, আমার এই বিভূতিসকল আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

অনন্তর ব্রহ্মাণী প্রমুখ সেই দেবীরা চণ্ডিকার শরীরে লয় পাইলেন। তখন অম্বিকা কেবল একাই রহিলেন।

দেবী বলিলেন।

আমি বিভূতি দ্বারা এই স্থানে বহুরূপে যে ছিলাম তাহা আমার দ্বারা বিলীন হইয়াছে। আমি একাই আছি। যুদ্ধে স্থির থাক।

ঋষি বলিলেন।

অনন্তর সকল দেবতা ও অসুরগণের দৃষ্টির সম্মুখে দেবী এবং শুম্ভ উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পুনরায় ভীষণ শর বর্ষণ এবং শাণিত অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা উভয়ের সর্বলোকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল।

তাহার পর অম্বিকা যে সকল শত শত দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন দৈত্যরাজ সেইগুলি প্রতিরোধকারী অস্ত্রের দ্বারা ভগ্ন করিল। এবং তাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত দিব্য অস্ত্রসকল পরমেশ্বরী হুঙ্কার শব্দ প্রভৃতির দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে সে অসুর শত শত শরের দ্বারা দেবীকে আচ্ছাদিত করিল। সেই দেবীও কুপিতা হইয়া বাণের দ্বারা তাহার ধনু ছিন্ন করিলেন।

ধনু ছিন্ন হইবার পর দৈত্যরাজ শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিল। তাহার হস্তে (উহা) থাকিতে থাকিতেই দেবী তাহাও চক্রের দ্বারা ছিন্ন করিলেন।

অনন্তর শুম্ভ খড়্গ ও উজ্জ্বল শতচন্দ্র চর্ম গ্রহণ করিয়া দেবীর দিকে ধাবিত হইল।

চণ্ডিকা তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাহার উজ্জ্বল খড়্গ ও চর্ম সত্ত্বর ছেদন করিলেন।

অশ্ব নিহত হওয়ায়, ধনু ছিন্ন হওয়ায় ও সারথিহীন হইয়া পড়ায় সেই দৈত্য অম্বিকাকে বধ করিবার জন্য ভীষণ মুদ্গর গ্রহণ করিল।

দেবী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাহার সেই মুদ্গর ছেদন করিলেন। সেই অবস্থায় (অর্থাৎ অস্ত্রহীন হইয়া) সে মুষ্টি উদ্যত করিয়া সবেগে তাহার দিকে ধাবিত হইল।

অতঃপর দেবীর হৃদয়ে মুষ্টির আঘাত করিল। তখন দেবী তাহাকে বক্ষঃস্থলে করতলের দ্বারা চপেটাঘাত করিলেন।

দেবীর করতল দ্বারা আহত হইয়া সেই দৈত্যরাজ ভূতলে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় উঠিয়া পড়িল।

তৎপরে সে দেবীকে গ্রহণ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া আকাশে গমন করিল। দেবী চণ্ডিকা সেই স্থানেও আশ্রয় শূন্য হইয়া (অর্থাৎ শূন্যে থাকিয়াই) তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন আকাশে দৈত্যপতি ও চণ্ডিকা দেবী পরস্পর সিদ্ধ ও মুনিগণের সম্মুখে বিস্ময়জনক বাহুযুদ্ধ করিলেন।

বহুক্ষণ তাহার সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া অম্বিকা তাঁহাকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘুরাইলেন এবং ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

ভূমিতে পতিত হইয়া সেই দুরাত্মা মুষ্টি উদ্যত করিয়া চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য সবেগে ধাবিত হইল।

তখন শুম্ভ আসিতে থাকিবার সময় দেবী শূলের দ্বারা বক্ষে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন।

দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবীর শূলের অগ্রভাগের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়া সমুদ্র দ্বীপ পর্বত ও সমগ্র পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূমিতে পতিত হইল।

সেই দুরাত্মা নিহত হইলে সমগ্র জগত আনন্দলাভ করিয়া অতীব স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আকাশ নির্মল হইল।

পূর্বে যে সকল মেঘ উল্কাযুক্ত থাকিয়া অনিষ্ট সূচনা করিত, পাতিত হইয়া তাহারা সুন্দর ভাব ধারণ করিল এবং নদী সকল নিজ পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। লাগিল। অন্যান্য গন্ধর্বেরা বাদ্য বাজাইতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃ

শুম্ভ বধে সকল দেবগণ আনন্দপূর্ণ চিত্ত হইলেন। গন্ধর্ব সুমধুর গান গাহিতে ত্য করিতে লাগিল। পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল। সূর্যদেব সুন্দর প্রভা ধারণ করিলেন এবং যে অগ্নি শান্ত দিকগুলিতে অমঙ্গলসূচক শব্দের সৃষ্টি করিত তাহারা শুভসূচক ভাবে জ্বলিতে লাগিল।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

একাদশ অধ্যায়

নারায়ণী স্তুতি মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

যুদ্ধে দেবীর দ্বারা অসুররাজ শুম্ভ নিহত হইলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় বিকশিত আশা প্রফুল্লবদন ইন্দ্রসহিত দেবগণ অগ্নিকে অগ্রে রাখিয়া সেই কাত্যায়নী স্তব করিতে লাগিলেন।

হে শরণাগত জনের দুঃখনাশিনী দেবী, প্রসন্না হও। সমগ্র জগতের জননী, প্রসন্না হও। বিশ্বেশ্বরী, প্রসন্না হও। দেবি, তুমি নিখিল চরাচরের অধীশ্বরী, তুমি বিশ্বরক্ষা কর।

হে অনতিক্রমনীয়া শক্তি, যেহেতু তুমি পৃথিবী রূপে অবস্থিতা রহিয়াছ অতএব তুমিই জগতের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপা। জলরূপে অবস্থিতা তোমার দ্বারাই সমগ্র জগৎ তৃপ্ত হইতেছে।

দেবি, তুমি অসীম শক্তিশালিনী বৈষ্ণবী, তুমি বিশ্বের মূল কারণ; তুমি মহামায়া এবং তুমিই এই সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রসন্না হইলেই জীব জগতের মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।

দেবি, সমস্ত বিদ্যা তোমারই মূর্তি, জগতের সকল নারী তোমারই অংশ, এবং জননীরূপিনী তোমার একার দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ। সুতরাং স্তবনীয় বিষয়ের পরা-অপর (অর্থাৎ গৌণ ও মুখ্য) উক্তি সম্বলিত স্তব তোমার কি হইতে পারে?

তুমিই যখন স্বর্গ ও মুক্তি প্রদায়িনী সর্বস্বরূপা দেবী, তখন তোমার স্তুতিতে স্তবযোগ্য যথার্থ বাক্য কি হইবে? সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থানকারিনী এবং

স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী নারায়ণি দেবী, তোমাকে নমস্কার।

কলা কাষ্ঠা নিমেষ মুহূর্ত ইত্যাদি কালবিভাগ রূপে জগতের রূপান্তর সাধনকারিনী এবং বিশ্বের বিনাশে সমর্থা নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলকারিনী, কল্যাণকর্ত্রী, সকল অভীষ্টদায়িনী, শরণ্যা, ত্রিনয়নী গৌরী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কার্য্যের শক্তি-স্বরূপিনী গুণসমূহের আধার ও গুণস্বরূপিনী, সনাতনী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

দারিদ্র্যপীড়িত ও রোগকাতর শরণাগতজনের রক্ষায় তৎপরা এবং সকলের দুঃখ নিবারণী দেবী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা, কুশজলক্ষরণকারিনী, ব্রহ্মাণীরূপধারিনী দেবী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

ত্রিশূল, চন্দ্র ও সর্প-বলয়ধারিনী, মাহেশ্বরীরূপে মহা বৃষে আরোহিণী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

ময়ূর ও কুক্কুট পরিবৃতা, মহাশক্তি-অস্ত্রধারণকারিণী কৌমারীরূপধারিনী বিশুদ্ধা নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

শ্রেষ্ঠ আয়ুধ শঙ্খ চক্র গদা ও শার্ঙ্গধারিণী বৈষ্ণবীরূপা নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রসন্না হও।

মহাচক্রধারিণী দশন দ্বারা পৃথিবী উত্তোলনকারিনী, কল্যাণদায়িনী, বরাহরূপিনী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

ভয়ঙ্কর নৃসিংহরূপধারিণী, দৈত্য বধে উদ্যতা, ত্রিভুবনের পরিত্রাণকারিনী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

কিরীটধারিণী মহাবজ্রযুক্তা, সহস্রনয়ন সুশোভিতা, বৃত্রাসুরের প্রাণহারিণী,

ঐন্দ্রীরূপিনী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

শিবদূতীরূপে দৈত্যগণের বিরাট সেনাবল বিনাশকারিনী, ভয়ঙ্কর রূপধারিণী, বিকটশব্দকারিনী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

ঘোরদংষ্ট্রা, করালবদনা, মুণ্ডমালা পরিশোভিতা, মুণ্ডাসুরমর্দিনী, চামুণ্ডারূপিনী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

লক্ষ্মী-লজ্জা-মহাবিদ্যা-শ্রদ্ধা-পুষ্টি-স্বধা-মহারাত্রি ও মহা অবিদ্যারূপিনী নিত্যা নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

মেধারূপিনী, সরস্বতী, শ্রেষ্ঠা, ঐশ্বর্যরূপা, বাভ্রবী, তামসী, নিয়তিরূপিনী ঈশ্বরি, তুমি প্রসন্না হও। নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

বিশ্বরূপিনী, সকলের ঈশ্বরী এবং সকল শক্তিময়ী দেবী, আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা কর। দেবি দুর্গে, তোমাকে নমস্কার।

ত্রিনয়নশোভিতা তোমার এই মনোরম আনন আমাদিগকে সকল অনিষ্টকারী প্রাণী হইতে রক্ষা করুক। কাত্যায়নি, তোমাকে নমস্কার।

প্রচণ্ড দীপ্তিযুক্তা, অতি ভয়ানক এবং সমস্ত অসুর বিনাশক তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক। ভদ্রকালি, তোমাকে নমস্কার।

তোমার যে ঘণ্টাধ্বনি জগৎ পূর্ণ করিয়া দৈত্যগণের তেজ নাশ করে, সেই ঘণ্টা মাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপে আমাদিগকে ক্লেশ হইতে রক্ষা করুক।

অসুরের রক্ত ও মেদরূপ পঙ্কলিপ্ত, দীপ্তিতে উজ্জ্বল তোমার খড়্গ আমাদের মঙ্গলের কারণ হউক, চণ্ডিকে আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

(তুমি) তুষ্টা হইয়া সমস্ত উদ্বেগ নাশ কর, কিন্তু রুষ্টা হইয়া বাঞ্ছিত সকল কামনা নাশ কর। তোমার আশ্রয় গ্রহণকারী লোকদিগের বিপদ হয়না, পরন্তু তোমার আশ্রিতেরা অন্যের আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে।

দেবী অম্বিকে, তুমি নিজেকে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অনেক মূর্তিতে বহুপ্রকার করিয়া অর্থাৎ তুমি নিজেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি বহু মূর্তি ধারণ করিয়া এই যে ধর্মদ্বেষী মহা-অসুরদিগকে নিধন করিলে, তাহা আর কে করিতে পারে?

তুমি ব্যতীত আর কে এই বিশ্বকে জ্ঞানের উপায়ভূত শাস্ত্রসমূহে ও বিবেক উজ্জ্বলকারী আদি বাক্যসমূহে অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি কার্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকে এবং গভীর অজ্ঞানতাপূর্ণ মমত্ব-গর্তে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করাইয়া থাকে।

যে স্থানে রাক্ষসগণ ও তীব্র বিষাক্ত সর্প সকল, যে স্থানে শত্রুগণ, যে স্থানে দস্যুদল, যে স্থানে দাবানল, সেইস্থানে এবং সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করিয়া তুমি জগৎকে রক্ষা করিয়া থাক।

তুমি জগতের ঈশ্বরী, (এইজন্য) জগৎ রক্ষা করিয়া থাকো। তুমি বিশ্বরূপা, সেইজন্য জগৎকে ধারণ কর। যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিতে নত হয়, তাহারা বিশ্বেশগণের (অর্থাৎ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদিরও) বন্দনীয় হয়; তুমিই বিশ্বের আশ্রয়স্থল।

দেবি, প্রসন্না হও; অসুরদিগের বধ করিয়া যেভাবে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ আমাদিগকে সকল সময়েই শত্রু ভয় হইতে রক্ষা কর।

সমগ্র জগতের দুঃখের কারণসকল, এবং (নৈসর্গিক) উৎপাতের ফলে উৎপন্ন দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মহা অনিষ্ট সকল সত্বর শান্ত কর।

জগতের দুঃখনাশিনী দেবি, তুমি প্রণত জনগণের প্রতি প্রসন্না হও। হে আরাধ্যা, ত্রিভুবনের অধিবাসী লোকসমূহের প্রতি বরদায়িনী হও।

দেবী বলিলেন।

হে দেবগণ, জগৎ সমূহের মঙ্গলজনক যে বর তোমাদের কাম্য, তাহা প্রার্থনা কর, আমি বরদায়িনী তাহা প্রদান করিতেছি।

দেবগণ বলিলেন।

অখিলেশ্বরি, ত্রিভুবনের সকল বিপদ বিনাশ এবং আমাদিগের শত্রুবধ - এইরূপ ভাবেই তুমি করিও।

দেবী বলিলেন।

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অপর দুই মহা অসুর জন্মগ্রহণ করিবে।

তখন আমি নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্য পর্বত-বাসিনী হইয়া তাহাদিগকে বধ করিব।

পুনরায় অতি উগ্ররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বৈপ্রচিত্ত দানবগণকে বধ করিব।

বৈপ্রচিত্ত নামে সেই ভয়ংকর মহা অসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে আমার দন্তগুলি দাড়িম্ব পুষ্পের মত রক্তবর্ণ হইবে।

তাহাতে স্বর্গে দেবতাগণ এবং মর্ত্যলোকে মানবগণ সর্বদা স্তুতিপূর্বক আমাকে রক্তদন্তিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে।

পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময় জলশূন্য পৃথিবীতে মুনিগণের দ্বারা স্তুতা হইয়া আমি অযোনিসম্ভবারূপে আবির্ভূতা হইব।

তখন যেহেতু আমি শতচক্ষের দ্বারা মুনিগণকে দর্শন করিব, সেইজন্য মানবগণ আমাকে শতাক্ষী বলিয়া কীর্ত্তন করিবে।

সুরগণ, অনন্তর বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আমি নিজ হইতে প্রাণ বাচাইবার উপযোগী শাক উৎপন্ন করিয়া সমস্ত পৃথিবী প্রতিপালন করিব। তখন পৃথিবীতে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাতা হইব।

এবং সেই সময়েই (আমি) দুর্গম নামে মহা অসুরকে বধ করিব। তাহাতে আমার দুর্গাদেবী নাম বিখ্যাত হইবে।

পুনরায় আমি যখন হিমাচলে ভীষণরূপ ধারণ করিয়া (অবতীর্ণা হইয়া) মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব তখন সকল মুনিগণ নম্রমূর্তি অর্থাৎ বিনীত হইয়া আমাকে স্তব করিবেন। তখন আমার নাম ভীমাদেবী বলিয়া বিখ্যাতা হইবে।

যখন অরুণ নামে অসুর ত্রিভুবনে অত্যন্ত পীড়ন করিতে থাকিবে তখন ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য আমি অসংখ্য ষট্‌পদযুক্ত ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়া সেই অসুরকে বধ করিব। তখন সকল স্থানে লোকে আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করিবে।

যে যে সময়েই এই প্রকারে দানবকৃত পীড়ন হইবে, সেই সেই সময়েই অবতীর্ণা হইয়া আমি শত্রুনাশ করিব।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

দ্বাদশ অধ্যায়

ভগবতী বাক্য মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

দেবী বলিলেন।

এই সকল স্তবের দ্বারা যে ব্যক্তি অনন্য মনে প্রতিদিন আমাকে স্তব করিবে, আমি তাহার সকল প্রকার বাধা নিশ্চয় দূর করিব ।

মধু-কৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, সেইরূপ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ বিষয়ক আমার চরিতমাহাত্ম্য অষ্টমী নবমী এবং চতুর্দশী তিথিতে এক মনে যাহারা কীর্তন করিবে এবং যাহারা ভক্তির সহিত আমার উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, তাহাদের কোন পাপ থাকিবে না, দারিদ্র্য হইবে না এবং প্রিয় বিয়োগ হইবে না।

শত্রু হইতে, দস্যু হইতে, রাজা হইতে অথবা শস্ত্র অগ্নি ও জলবেগ হইতে কদাপি তাহাদের ভয় উৎপন্ন হইবে না।

অতএব, সর্বদা ভক্তির সহিত আমার এই মাহাত্ম্য একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা পঠিত হওয়া আবশ্যক এবং শ্রুত হওয়াও আবশ্যক। ইহাই শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন।

উত্তমরূপে পঠিত ও শ্রুত হইলে আমার মাহাত্ম্য মহামারীজনিত সকল উপদ্রব এবং আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক - তিন প্রকার অনিষ্টই দূর করে।

যে গৃহে আমার এই মাহাত্ম্য সম্যক রূপে নিয়মিত ভাবে পঠিত হয়, সেইস্থান আমি পরিত্যাগ করিনা। সেই স্থানে সর্বদা আমার সান্নিধ্য থাকে (অর্থাৎ আমি বর্তমান থাকি)।

বলি প্রদানে (অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে পশু উপহার দেওয়া রূপ কার্য্যে), পূজায় (অর্থাৎ গন্ধাদি দ্বারা অর্চনায়), অগ্নিকার্য্যে (অর্থাৎ হোমে), এবং মহোৎসবে (অর্থাৎ নৃত্য

গীতাদিযুক্ত কার্য্যে) আমার এই চরিতসমগ্র পঠিত ও শ্রুত হওয়া আবশ্যক।

বিধিজ্ঞ বা অবিধিজ্ঞ ব্যক্তির কৃত (আমার মাহাত্ম্য পাঠযুক্ত) বলি ও পূজা আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি; সেইরূপভাবে কৃত অগ্নিতে আহুতি দানও গ্রহণ করি।

শরৎকালে যে বার্ষিক মহাপূজা করা হয় তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তি-যুক্ত হইয়া শ্রবণ করিলে লোকে আমার অনুগ্রহে সমস্ত বাধা হইতে মুক্ত এবং ধন ধান্য পুত্রযুক্ত হইয়া থাকে ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমার এই মাহাত্ম্য, শুভ উৎপত্তি-বিবরণ সকল এবং যুদ্ধে পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া নির্ভীক হয়।

সকল প্রকার শান্তিকর্মে, দুঃস্বপ্ন দর্শনে এবং অতি কষ্টদায়ক গ্রহপীড়ায় আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে উপসর্গসকল ও ভীষণ গ্রহপীড়াসকল দূর হইবে, এবং মনুষ্যদৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সকল সুস্বপ্নে পরিণত হইবে।

আমার এই মাহাত্ম্য বালগ্রহের দ্বারা অভিভূত (অর্থাৎ বাল গ্রহে পাওয়া) শিশুদিগের রক্ষাকারক এবং মনুষ্যগণের পরস্পর বিরোধে উত্তম মিত্রতাস্থাপক।

(আমার এই মাহাত্ম্য) সর্ববিধ দুর্বৃত্তগণের অতিশয় শক্তিক্ষয়কারক এবং ইহার পঠন মাত্রেই রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণ নাশপ্রাপ্ত হয়।

আমার এই সমগ্র মাহাত্ম্য আমার সান্নিধ্য স্থাপক (অর্থাৎ সমগ্র দেবী মাহাত্ম্য পাঠে পাঠক্ষেত্রে আমার উপস্থিতি হইয়া থাকে)।

এক বৎসর ধরিয়া দিনরাত (আমার উদ্দেশে) উত্তম উত্তম পশু পুষ্প অর্ঘ্য ধূপ দীপ বা গন্ধ দানের দ্বারা, ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা, হোমের দ্বারা, অভিষেকের দ্বারা এবং অন্যান্য বিবিধ ভোগ্য দ্রব্য প্রদানের দ্বারা আমার পূজা করিলে আমার যে প্রীতি জন্মিয়া থাকে, আমার এই সুচরিত্র অর্থাৎ মাহাত্ম্য একবার মাত্র শুনিলেই (শ্রবণকারীর প্রতি) (আমার) সেইরূপ প্রীতি হইয়া থাকে।

আমার আবির্ভাবসকলের কাহিনী পাঠ ও শ্রবণ পাপসমূহকে নাশ করে, আরোগ্য প্রদান করে এবং (অনিষ্টকারী) প্রাণীসকল হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

যুদ্ধকালে দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশক আমার যে কার্য্যকলাপ তাহা শ্রবণে (শ্রবণকারী) পুরুষদিগের শত্রু হইতে ভয় হয়না।

তোমাদের দ্বারা ও ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা যে যে স্তুতি করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মা কর্তৃক (যে স্তব) করা হইয়াছে, সেই (স্তব) সকল শুভ মতি প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ সেই সকল স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে শুভমতির উদয় হয়।

দাবানল পরিবেষ্টিত অরণ্যে, অথবা দস্যুবেষ্টিত প্রান্তরে, অথবা নির্জন স্থানে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত অবস্থায়, বনে বনহস্তী সিংহ বা ব্যাঘ্র অনুঘাত হইলে, ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক বধ্য হইবার জন্য আদিষ্ট হইলে বা কারাগারে আবদ্ধ হইলে, অথবা মহাসমুদ্রে নৌকায় অবস্থান কালে বায়ু দ্বারা বিঘূর্ণিত হইলে, অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অস্ত্রপাত হইতে থাকিলে, (এবং) অন্যান্য সকল প্রকার ভয়ানক বিপদে, অথবা বেদনায় পীড়িত হইলে মনুষ্য আমার এই মাহাত্ম্য মনে স্মরণ করিলেও বিপদ হইতে মুক্তি পায়।

আমার প্রভাবে আমার চরিত স্মরণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে সিংহাদি (হিংস্র প্রাণী সকল) দস্যুগণ এবং শত্রুগণ দূরে পলায়ন করে।

ঋষি বলিলেন।

এইরূপ বলিয়া প্রচণ্ড বিক্রমশালিনী সেই ভগবতী চণ্ডিকা সেই স্থানেই দেবগণের দৃষ্টির সম্মুখেই অদৃশ্য হইলেন।

সেই সকল দেবগণও শত্রু বিনষ্ট হওয়ায় নির্ভয় হইয়া পূর্বের মত নিজ নিজ অধিকার লাভ করিলেন এবং যজ্ঞভাগ ভোগকারী হইলেন।

সেই যুদ্ধে অতি উগ্রপ্রকৃতি জগৎ-ধ্বংসকারী মহাপরাক্রমশালী ও মহাবীর্য সম্পন্ন দেবশত্রু শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবীর দ্বারা নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে

গমন করিল।

মহারাজ, সেই ভগবতী দেবী নিত্যা (অর্থাৎ চির বর্তমানা) হইয়াও এইরূপে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হইয়া জগৎ পরিপালন (অর্থাৎ সম্যক প্রকারে রক্ষা) করেন।

তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ মোহিত হয়, তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রার্থিতা ও তুষ্টা হইলে বিজ্ঞান ও ঐশ্বর্য প্রদান করেন।

মহারাজ, মহাপ্রলয়কালে সেই সংহারক্রিয়ারূপিনী মহাকালীর দ্বারা এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়।

প্রলয়কালে তিনিই সংহারক্রিয়া, সৃজনকালে তিনিই সৃষ্টি, (এবং) স্থিতিকালে তিনিই প্রাণীগণের স্থিতি বিধান করেন; তিনি জন্মরহিতা ও বিনাশরহিতা।

মনুষ্যের সম্পদের সময়ে তিনিই গৃহে উন্নতিবিধায়িনী লক্ষ্মী, আবার বিপদকালে তিনিই বিনাশের নিমিত্ত অলক্ষ্মীরূপা হইয়া থাকেন।

স্তুতা হইলে এবং পুষ্প ধূপ গন্ধাদির দ্বারা সম্যক রূপে পূজিতা হইলে তিনি ধন, পুত্রাদি ও ধর্ম বিষয়ে শুভ মতি প্রদান করেন।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেবীর বর প্রদান মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে প্রণাম

ঋষি বলিলেন।

মহারাজ, এই উত্তম দেবীমাহাত্ম্য তোমাকে বলা হইল। ভগবান বিষ্ণুর মায়া (-স্বরূপিনী) যাঁহার দ্বারা এই জগত ধৃত হয় সেই দেবী এইরূপ প্রভাব বিশিষ্টা। তাঁহার দ্বারাই বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদিত হয়।

তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে ও অন্যান্য বিবেকবান ব্যক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করিতেছেন, (পূর্বেও) করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারাই অপরেও ভবিষ্যতে মোহিত হইবেন।

মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণ গ্রহণ কর। তিনি আরাধিতা হইলে মানবের ভোগ,স্বর্গ ও মুক্তি দায়িনী হইয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

তাঁহার (অর্থাৎ মেধস ঋষির) এই কথা শুনিয়া রাজ্যাপহরণের জন্য অতি দুঃখিত সেই নরপতি সুরথ এবং অত্যন্ত মমতাবশে দুঃখিত সেই বৈশ্য কঠোর ব্রত পরায়ণ মহাভাগ সেই ঋষিকে প্রণাম করিয়া তপস্যা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন।

দেবীর দর্শন কামনায় রাজা ও বৈশ্য নদীর তীরে অবস্থান করিয়া মন্ত্রশ্রেষ্ঠ দেবীসূক্ত জপ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা দুইজনে সেই নদীতীরে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পুষ্প ধূপ ও হোম দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

কখন অনাহারে থাকিয়া, (কখন) সংযত আহারী হইয়া, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্বক দেবীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া তাঁহারা দুইজনে নিজেদের দেহের রক্ত প্রোক্ষিত করিয়া বলি দিলেন।

এইরূপে তিন বৎসর ধরিয়া সংযত চিত্তে আরাধনাকারী তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিয়া বলিলেন।

দেবী বলিলেন।

মহারাজ, তুমি যাহা প্রার্থনা কর, হে বৈশ্যকুলনন্দন, তুমিও যাহা কামনা কর, সেই সমস্ত আমার নিকট বররূপে গ্রহণ কর। আমি সন্তুষ্টা হইয়া তাহা দিতেছি।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

তখন রাজা অন্য জন্মে চিরস্থায়ী রাজ্য এবং এই জন্মে নিজ শক্তিতে শত্রুসৈন্য বিনাশ দ্বারা লব্ধ স্বীয় রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। এবং সেই জ্ঞানবান বৈশ্য বিষয়-সুখে বিরক্ত হইয়া 'আমি, আমার, --' এইরূপ আসক্তি বিনাশক তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন।

দেবী বলিলেন।

নরপতি, অল্পদিনের মধ্যে তুমি শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। সেই রাজ্যে তোমার স্খলন হইবে না (অর্থাৎ তোমার সেই রাজ্য কখনও নষ্ট হইবে না)। এবং মৃত্যুর পর সূর্য্যদেবের ঔরসে সবর্ণার গর্ভে পৃথিবীতে সাবর্ণী নামে মনু হইবে (অর্থাৎ অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইবে)।

বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, তোমার দ্বারা আমার নিকট যে বর প্রার্থিত হইয়াছে তাহা দিতেছি। মুক্তিলাভের জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক সেই ব্রহ্মজ্ঞান তোমার লাভ হইবে।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

দেবী তাঁহাদিগের দ্বারা ভক্তির সহিত আরাধিতা হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ বর দান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ দেবীর এইরূপ বর লাভ করিয়া সূর্য্যদেব হইতে জন্মিয়া সাবর্নি নামে মনু হইবেন।

-ঃ- দেবী মাহাত্ম্য অনুবাদ সমাপ্ত -ঃ-

লেখক পরিচিতি-

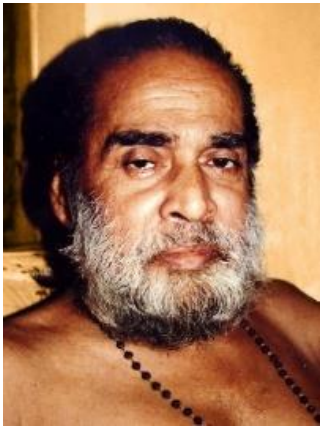

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ, গীতারত্ন
(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

- শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ ছিলেন অধ্যাত্ম যোগমার্গের একজন সমর্থ সাধক। তাঁর তপঃসৌরভ ছিল বহুব্যাপ্ত। অগণিত অনুরাগী ভক্ত তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ লাভে ধন্য হয়েছেন ও হচ্ছেন।
- স্বীয় জীবন সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গরূপে শ্রী মদ্ভগবদ্গীতার মহান শিক্ষাদর্শ প্রচারে আজীবন একনিষ্ঠ ভাবে ব্রতী ছিলেন তিনি।
- তাঁর অনূদিত "সরল গীতা" একটি উচ্চ প্রশংসিত ও বহুল প্রচারিত গ্রন্থ - সহজ সাবলীল গদ্যে গীতার এরূপ প্রাঞ্জল অনুবাদ একান্তই বিরল।
- শ্রী প্রীতিকুমারের লেখনী-প্রসূত 'শ্রীঅরবিন্দ' জীবনী-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।
- তাঁর 'গীতায় সাধনা' গ্রন্থখানি গীতোক্ত সাধনমার্গ-সমূহের প্রাঞ্জল আলোচনা এবং পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।
- নিপুণ লেখক ও সাংবাদিকরূপেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তাঁর সম্পাদিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা 'পার্থসারথি' বিগত প্রায় সাত দশক যাবৎ স্বমহিমায় প্রচারিত, সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত এবং পরম সমাদৃত।